Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর কর্মসংস্থান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোস্তারি জান্নাত মোহনা

রোলঃ ২১৫০০৭৬৪

৩০ নভেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর কর্মসংস্থান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোস্তারি জান্নাত মোহনা

রোলঃ ২১৫০০৭৬৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর কর্মসংস্থান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট মোস্তারি জান্নাত মোহনা, আইডিঃ ২১৫০০৭৬৪ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর কর্মসংস্থান" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মোস্তারি জান্নাত মোহনা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৩ ইং

মোস্তারি জান্নাত মোহনা

আইডিঃ ২১৫০০৭৬৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
ভুমিকা	৬
ইসলামী আইনে নারীর অবস্থান	৮
ইসলামী আইনে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	১০
নারীর গৃহে অবস্থান : পরাধীনতা নয়, মৌলিক অধিকার	১৩
গৃহে অবস্থান নারীর ধর্মীয় অধিকার	১৮
নারী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল	২১
নারীদের ঘরের বাহিরে বের হওয়ার বিষয়ে শরঈ বিধান	২২
ইসলামে নারীদের জীবিকার দায় থেকে অব্যাহতি	২৬
নারীর উপার্জনের দায়মুক্তির কারণ	২৮
নারী ও শ্রম এবং ইসলাম	৩০
কল্যাণমূলক কাজে নারীর সুযোগ	৩৪
ইসলামের স্বর্ণযুগে নানা পেশায় নারী	৩৭
ইসলামি দৃষ্টিতে নারীর কর্মসংস্থান	৪১
দ্বীন প্রচারে নারীর ভূমিকা	৪৮
নারীর কর্মসংস্থান : বিশিষ্টজনের দৃষ্টিভঙ্গি	৫১
নারীর সুরক্ষা ইসলামের দুর্গে	৫৫
নারীদের জন্য পর্দার সাথে ও শরয়ী বিধান অনুসরণ করে ব্যবসা/চাকুরী করার বিধান	৫৯
নারীদের ডাক্তার/নার্স হওয়ার বিধান	৬৭

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
বৃদ্ধ ও অসচ্ছল পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের দায়ভার মেয়েদের উপরও বর্তায় কি না	৭০
নারী চাকরির অপকারিতা	৭২
ইসলামিক পারিবারিক ব্যবস্থায় ধ্বস	৭৫
গৃহবিমুখ নারী : পরিপ্রেক্ষিত সামাজিক অবক্ষয়-	৭৮
পরিশেষ	৮০
তথ্যসূত্র	৮২

ভূমিকা

মহান আল্লাহর নিপুণ হাতে তৈরি অন্তহীন এ বিশ্বচরাচর। তিনি বিচিত্র সৃষ্টির অনুপম সৌন্দর্যে সাজিয়েছেন মহাজগতের দেহসৌষ্ঠব। সৃষ্টিজগতের মধ্য হতে মানব শ্রেণীকে আল্লাহ তা'আলা অতিশয় শ্রেষ্ঠত্ব দান করে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাদের মাঝে দায়িত্বকর্ম বণ্টন করে দিয়ে সে দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে তাদের সচেতন ও সজাগ করে দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَ عْلَ *لَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰي *وَا لَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰي

তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন। ('সূরা আ'লা'- ১-৩)

এ মহাজগতের স্থাপত্য শৈলিতে সবটুকু সৌন্দর্যই তিনি ব্যবহার করেছেন। এতে সামান্যতম খুঁত ধরার সুযোগ কারো জন্য রাখা হয় নি। তেমনিভাবে মানব জাতির শ্রেণীর বিন্যাস কি হবে, কার মাঝে কি স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট নিহিত থাকবে, কার জন্য কি কি বিষয় উপযোগী হবে, দায়বদ্ধতার শ্রেণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হবে মানব সৃষ্টির সময় ইত্যকার বিষয়গুলোর প্রতি মহামহিমের মনোনিবেশে সামান্যতম ঘাটতি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা মানব শ্রেণীর মাঝে গঠনগত এবং গুণগত স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির পাশা পাশি তাদের মাঝে বিধানগত বৈচিত্রও এনে দিয়েছেন। বিত্তশালী একজন মানুষের উপর হজ্বব্রত ও যাকাত বিধান আবশ্যক করা হলেও বিত্তহীন মানুষটিকে এ দায়বদ্ধ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। দৈহিক এবং মানসিকভাবে সুস্থ সবল একজন মানুষের উপর যে দায়বদ্ধতা আরোপিত হয়েছে বিকলাঙ্গ বা প্রতিবন্ধি একজন মানুষের ক্ষেত্রে হুবহু সে দায়বদ্ধতা আরোপিত হয়নি। তাদের বিধি-নিষেধে বেশ শিথিলতা এসেছে। এটিই মূলত স্বভাবজাত এবং বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শের মাপকাঠি। মানবজাতি নারী পুরুষ প্রধানতম এ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। এ বিভক্তি শুধু মানব শ্রেণীর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; প্রাণ সঞ্চারিত প্রতিটি জীব এমন কি উদ্ভিদ জগতেও সমভাবে বিদ্যমান। এ বিভক্তি বিন্যাসকে কেন্দ্র করে উদ্ভিদ, বৃক্ষরাজি

এবং অন্যান্য প্রাণীকুলের কার্যকারিতা ও কর্মপন্থায়ও বেশ ব্যবধান ও বৈচিত্র লক্ষণীয়। কুদরতী এ বৈষম্য ও বৈচিত্র বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য অতি আবশ্যকীয় একটি উপাদান হিসেবে গৃহীত। নতুবা অধিকারগত এবং কর্মপন্থাগত জীবন যাত্রায় ব্যবধান বৈচিত্রের সীমানা প্রাচীরকে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়া হলে মহাজাগতিক বিশ্বব্যবস্থা অতি আবশ্যিকভাবে অকেজো হয়ে পড়বে। আল্লাহ তা'আলা নারী পুরুষকে যেভাবে স্বভাবগত এবং গঠনগত স্বাতন্ত্র দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তেমনিভাবে জাগতিক ও ধর্মীয় জীবনে তাদের কর্মপন্থা ও দায়বদ্ধতায়ও বৈচিত্র তৈরি করে দিয়েছেন। এটা সৃষ্টির প্রতি মহামহিমের অতিশয় দয়াদ্র আচরণ বৈ কিছুই নয়।

আজ নারী পুরুষের আধিকারিক সমতার ব্যাপারে বেশ উচ্চ বাচ্চ হচ্ছে। এ উচ্চ বাচ্চের সূতিকাগার কোথায়? কারা কেন কি স্বার্থে এ সমবিধানের আওয়াজ তুলেছে? পৃথিবীতে আজকের সভ্যতাই প্রথম এবং একমাত্র সভ্যতা নয়। এর আগে বহু সভ্যতার অতীত হয়েছে। সেসব সভ্যতার কাছে আজকের প্রযুক্তিগত সভ্যতা অনেক ক্ষেত্রেই মস্তকাবনত করতে বাধ্য হচ্ছে। তো সেসব সভ্যতা কি সমধিকারের আদলে রচিত হয়েছিল? কিংবা তখনো কি এ জাতীয় কীম্ভুতকীমার আওয়াজ উচ্চকিত ছিল? না কি তারা এ একটি বিষয়ে অসভ্য জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল? আজকের পৃথিবীটাকে নাস্তিক্যবাদের আওয়াজে মুখরিত মনে হলেও উচ্চারকদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। তো এ পৃথিবীর বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, ইয়াহুদী, সনাতন (হিন্দু) নামের যে প্রধান ধর্মগুলো রয়েছে সমধিকারের ব্যাপারে এসব ধর্মগুলোর বিশুদ্ধ অবিকৃত মূল বক্তব্য কি? আজকাল মিডিয়াতে 'পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা' নামের একটি শব্দের বেশ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে 'নারীতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা'র স্থানকাল কোন শতাব্দিতে কোন সভ্যতায় গত হয়েছে? পৃথিবীর ইতিহাসে অসংখ্য আইন ব্যবস্থা প্রণিত হয়েছে। কোন আইন ব্যবস্থায় 'নারীতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা'র জয়জয়কার ছিল? আমরা সমঅধিকারের মূলধারার সাথে সংযুক্ত নারীর কর্মসংস্থান বিষয়ে ইসলামী আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করব।

আল্লাহতায়ালা নারী-পুরুষকে যেভাবে স্বভাবগত এবং গঠনগত স্বাতন্ত্র্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে জাগতিক ও ধর্মীয় জীবনে তাদের কর্মপন্থা ও দায়বদ্ধতায়ও বৈচিত্র্য রেখেছেন। নারীর গঠনগত ও মনস্তাত্ত্বিক কিছু ব্যবধান বিবেচনায় ইসলামি আইনে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য প্রণালিতেও বিধানগত কিছু ভিন্নতা রয়েছে। আল্লাহতায়ালা নারীদের উদ্দেশে বলে

“ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ

‘তোমরা ঘরের অভ্যন্তরে অবস্থান করো।’ (সুরা আহজাব : ৩৩)। আয়াতটিতে পর্দার বিধানের সঙ্গে নারীর দায়িত্বের সীমারেখা সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তা হলো, সে তার স্বামীর সংসারের প্রধান রক্ষণাবেক্ষণকারী।

ইসলামী আইনে নারীর অবস্থান

আজ নারী অধিকারের নামে নানা রকম শ্লোগানে মুখরিত হচ্ছে রাজপথ ও মিডিয়া পাড়া। এসব শ্লোগানের সার বক্তব্য হলো,

আবহমান কাল থেকে চলে আসা ইসলামী আইনের অবাঞ্ছিত শেকড় উপড়ে ফেলো। তবেই নারী অধিকারের পথ সুগম হবে। প্রতিষ্ঠা পাবে নারীত্বের পূর্ণ মর্যাদা। নারী ফিরে পাবে তার হারানো অধিকার।

অন্যভাবে বলতে গেলে,

ইসলামী আইন একটি বৈষম্যমূলক সেকেলে আইন। আধুনিকতার এ যুগের সাথে এ আইন সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নারীদেরকে এ আইনের বাধন ছিড়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে আসতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

কিন্তু প্রশ্ন হলো, নারী অধিকারের এ বুলিগুলো আমাদের কে শিখিয়েছে? তাদের পরিচয় কি আমরা জানি? তারা কোন স্বার্থে আমাদের মুসলিম নারীদের মুখে অদ্ভুত এ বোল ফুটিয়ে দিল? আজকের যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। আজকের যুগ অনুসন্ধিৎসা ও

যুক্তিবাদের যুগ। আজজের যুগ বিজ্ঞানময় যুগ। আমার মুখে এ জাতীয় শ্লোগান উচ্চারিত হবার আগে আমাকে ভাবতে হবে, আমি কি মুসলিম? কুরআন কি সত্য? বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি সত্য? তার আনীত ধমাদর্শ কি সত্য? ইসলাম ধর্মÑ এটা কি কোনো মেয়াদী ধর্ম? এ ধর্মের কার্যকারিতা কি কোনো যুগ কালের সাথে সম্পৃক্ত? ইসলামী আইনের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করার আগে আমাকে এ প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে পরিষ্কার ধারনা লাভ করতে হবে। উত্তরগুলো যতি নেতিবাচক হয় তবে সে ব্যাপারে আপাতত আমাদের কোনো বক্তব্য নেই। পক্ষান্তরে যদি ইতিবাচক হয় তবে আমাকে পরবর্তী ধাপে ইসলামী আইন এবং নারী অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে। কিন্তু এ ধারনা আমি কিভাবে লাভ করবো? নেট ঘেটে, বই পুস্তক পাঠ করে ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে? ইসলামী বিধান লাভের এটা কোনো যথার্থ এবং বিধানগত পদ্ধতি নয়। শাস্ত্রীয় বিধান লাভের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অধ্যয়ন মারাত্মক ক্ষতির কারণ। এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হলে ইসলামী আইন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারস্থ হতে হবে। বিশেষজ্ঞ পরিচয়ের মাপকাঠিও আমাকে জেনে নিতে হবে। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞের ব্যবহারিক জীবন ইসলামী আইনের আলোকে নিয়ন্ত্রিত কি না তা জেনে বিশেষজ্ঞ নির্ণয় করতে হবে।

বিভিন্ন ধর্মের নারী অধিকার বিষয়ে যদি তুলনামূলক অধ্যয়ন করা হয় তাহলে ইসলামী আইনে নারীকে কতটুকু অধিকার দেয়া হয়েছে তার প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠবে। প্রাক ইসলামী যুগে নারীদের অবস্থান কোথায় ছিল এ ব্যাপারে যদি আমরা সম্যক ধারণা লাভ করি তবে ইসলামী নারী অধিকারের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইসলামী আইনে একজন মা কে যে পরিমাণ মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হয়েছে তার কিয়দাংশ কি একজন বাবাকে দেয়া হয়েছে?

আজ আমরা পর্দা বিধানকে নারী অধিকারের অন্তরায় মনে করছি। কিন্তু এ পর্দা বিধানে কার স্বার্থকতা নিহিত রয়েছে তা কি ভেবে দেখেছি কখনো? নারীর ইজ্জত আবরুর রক্ষাকবচ হিসেবেই পর্দা বিধান প্রণীত হয়েছে।

ইসলামী আইনে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

নারীর গঠনগত ও মনস্তাত্তিক কিছু ব্যবধান বিবেচনায় ইসলামী আইনে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যপ্রণালীতেও বিধানগত কিছু বৈচিত্র রাখা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা নারীদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

তোমরা গৃহাভ্যান্তরে অবস্থান করো। ('সূরা আহযাব'- ৩৩)

আয়াতটিতে পর্দা বিধানের সাথে সাথে নারীর দায়িত্বের সীমা রেখা সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আর তা হলো সে তার সংসারের প্রধান কন্ট্রোলার। পুরুষরা ক্ষেত খামার, অফিস আদালত, চাকরি বাকরি এবং ব্যবসা বণিজ্যসহ নানা কায়িক শ্রম ব্যয় করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংসার পরিচালনার কাচামাল সংগ্রহ করবে। আর নারী সে কাচামালের সুন্দর ব্যবহারে সংসারকে সুখময় করে তুলবে। নারী যখন বাবার ঘরে থাকবে তখনও তার সংসার পরিচালনার আর্থিক দায়িত্ব তার উপর আরোপিত হয় নি। ঘরোয়া পরিবেশে থেকেই সে তার শিক্ষা দীক্ষাসহ যাবতীয় যোগ্যতা অর্জনে মনোযোগী হবে। স্বামীর গৃহে গিয়েও সে তার সংসারের নতুন রাজ্যকে সবটুকু গুণ বৈশিষ্ট দিয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তুলবে। এটিই তার প্রধানতম দায়িত্ব। এর বাইরে তার উপর অতিরিক্ত কোনো তার দায়িত্বারোপ করা হয়নি। কোনো স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে বাহিরের কাজে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করার কোনো সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

প্রত্যেক নারী তার স্বামীর গৃহের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আর কিয়ামতের দিন সে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ বুখারী, হা.নং ৮৯৩)

ইসলামী আইনের গ্রন্থগুলোতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

নারীর প্রধানতম কর্তব্য হলো, তার ঘর সংসারকে পরিচালনা করা, তার পরিবারের সার্বিক দিক লক্ষ্য রাখা, তার ছেলে সন্তানদের প্রতিপালন পরিচর্যা করে শিক্ষা দীক্ষাসহ সার্বিকভাবে উপযোগী করে তোলা এবং তার স্বামীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা। (আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়ইতিয়্যাহ, ৭/৮২)

অন্যদিকে নারীর খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানসহ ব্যক্তিগতপ্রয়োজনীয় ব্যায়, সংসার পরিচালনা ও সন্তান সন্ততিসহ পারিবারিক ও সামাজিক অন্যান্য ব্যয়ভার থেকে নারীকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে তার উপরকোনো দায়বদ্ধতা নেই। যাবতীয় দায়ভার স্বামী বা পিতার উপর আরোপিত হয়েছে। ইসলামী ফিকহেরগ্রন্থগুলোতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

নারীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা পিতা অথবা স্বামীর উপর আবশ্যক। (প্রাগুক্ত)

নারীর এত দায়মুক্তি এত স্বাধীনতা কেন? কেন সমাজ সংসারের যাবতীয় দায়ভার পুরুষে ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে? এর কারণ হলো শক্তি ক্ষমতা বুদ্ধি বিবেচনাসহ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট দিয়ে পুরুষকে নারীর সেবক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নেতৃত্বের প্রধান উৎস-উপাদান হলো সেবাব্রত। সেবার যাবতীয় দায়িত্ব দিয়ে পুরুষকে নারীর অভিভাবক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

اَلرِّجَا لُ قَوَّا مُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَا لِهِمْ ؕ فَا لصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ؕ

পুরুষ নারীর ব্যবস্থাপক। কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর মাহাত্ম্য দান করেছেন। এবং তারা তাদের ধনসম্পদ (নারীদের উপর) ব্যয় করে। সুতরাং সতী সাধ্বী নারীরা হয় অনুগতা এবং আল্লাহ তা‘আলা যেসব বিষয় হিফজতযোগ্য করেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা তার হিফাজত করে। (‘সূরা নিসা’- ৩৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِا لْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ

জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের (স্ত্রীদের) ভরণ-পোষণ করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কার্যাভার দেয়া হয় না। (‘সূরা বাকারা’- ২৩৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

যখন তুমি আহার করবে তখন তাকেও (স্ত্রী) আহার করাবে, যখন তুমি বস্ত্র পরিধান করবে তখন তাকেও বস্ত্র পরিধান করাবে। (সুনানে আবু দাউদ; হা.নং ২১৪২)

অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নিরাপত্তা সূত্রে গ্রহণ করেছো। এবং তোমরা তাদের সতীত্বকে আল্লাহর বিধানের বিনিময়ে বৈধ করে নিয়েছো। তোমাদের উপর তাদের সঙ্গত ভরণ পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১২১৮, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১১৬৩)

বাহ্যত স্বামীর এ শ্রেষ্ঠত্ব অতিরিক্ত ক্ষমতা কিংবা দাপটের বিষয় নয়; বরং এটা তার দায় ও কর্তব্যের বিষয়, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রিয় জীবনসঙ্গিনীকে আগলে রাখার নিখাদ বিবরণ। নারী জীবনের কোমল বিকাশে পুরুষকে দেয়া হয়েছে অভিভাবকত্বের ভার। আর শীতল ছায়ায় বসে ঘর গোছানো এবং সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার তুলনামূলক সাহজিক দায়ভার তুলে দেয়া হয়েছে নারীর হাতে। পুরুষের জন্য দায়িত্বপূর্ণ মাহাত্ম্যকে পেশী শক্তির ক্ষমতা ভাবার কোনোই সুযোগ নেই। হাদীসের ভাষ্য এ ব্যাপারে বেশ স্পষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

তোমার উপর তোমার স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১৯৭৪)

অন্যদিকে নারীদেরকে পুরুষের সততা ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ডরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

তোমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট শ্রেষ্ঠ সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৩৮৯৫)

নারীর প্রধানতম কর্তব্য হলো, স্বামীর ঘর-সংসার পরিচালনা করা, তার পরিবারের সার্বিক দিক লক্ষ্য রাখা, তার সন্তানদের প্রতিপালন, পরিচর্যা করে শিক্ষা-দীক্ষাসহ সার্বিকভাবে উপযোগী করে তোলা এবং স্বামীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখা। (আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ : ৭/৮২)। অন্যদিকে নারীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ ব্যক্তিগত

প্রয়োজনীয় ব্যয়, সংসার পরিচালনা ও সন্তানাদিসহ পারিবারিক ও সামাজিক অন্যান্য ব্যয়ভার থেকে নারীকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে তার ওপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। যাবতীয় দায়ভার স্বামী বা পিতার ওপর আরোপিত হয়েছে। (প্রাগুক্ত)।

নারীর গৃহে অবস্থান : পরাধীনতা নয়, মৌলিক অধিকার

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে নারী ও পুরুষ দুই ভাগে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাদের মাধ্যমে মানবজাতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّا حِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا

(তরজমা) তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। (সূরা আ'রাফ (৭) : ১৮৯)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

يَـاَيُّهَا النَّا سُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّا حِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَا لًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً

(তরজমা) হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু'জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর ও নারী । (সূরা নিসা (৪) : ১)

নিজ নিজ অবস্থা ও উপযোগিতা অনুসারে দুনিয়ার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে ও আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে উভয়েই সমান অংশীদার। আর কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণ প্রায় সকল দ্বীনী বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন-তাওহীদ, আকীদা-বিশ্বাস, আল্লাহ তাআলার প্রতি সমর্পণ, কৃতকর্মের প্রতিদান-পুরস্কার কিংবা শাস্তি, ছওয়াব ও ফাযাইল ইত্যাদি।

তেমনিভাবে শরীয়তের সাধারণ দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَا لْإِ نْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

(তরজমা) আমি সৃষ্টি করেছি জীন ও মানুষকে। এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। (সূরা যারিয়াত : ৫৬)

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُ ولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَـنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না। (সূরা নিসা (৪) : ১২৪)

مَنْ عَمِلَ صَا لِحًـا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَـنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَـنَجْزِيَـنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَ حْسَنِ مَا كَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ

মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। (সূরা নাহল (১৬) : ৯৭)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ؕ لِلرِّجَا لِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ؕ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ؕ وَسْئَـلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তা লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তারই প্রাপ্য অংশ। (সূরা নিসা (৪) : ৩২)

তবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, দৈহিক ও মানসিক গঠন ইত্যাদি দিক থেকে আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষের মাঝে কিছু পার্থক্য রেখেছেন। পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন পূর্ণ শক্তি দিয়ে। নারীর সকল দায়িত্ব পালন, তার নিরাপত্তা বিধান, ভরণ-পোষণ ও বংশের সংরক্ষণ ও প্রতিপালন তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اَلرِّجَا لُ قَوَّا مُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَا لِهِمْ ؕ فَا لصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ؕ

(তরজমা) পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহর হিফাজতে তারা হিফাজত করে। (সূরা নিসা (৪) : ৩৪)

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِا لْمَعْرُوْفِ ۖ وَلِلرِّجَا لِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَا للهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۟

নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা (২) : ২২৮)

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ؕ

বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। (সূরা তালাক (৬৫) : ৭)

وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِا لْمَعْرُوْفِ ؕ ۟

জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। (সূরা বাকারা : ২৩৩)

পুরুষের এই দায়িত্ব-কর্তব্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, যখন তুমি বস্ত্র পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাবে ...। (সুনানে নাসায়ী ৫/৩৭৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮৩০)

অন্য হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, স্ত্রীদের বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ। আল্লাহ তাআলার আমানতে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ, আল্লাহর কালিমা দ্বারা তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করেছ। আর তাদের জন্য তোমাদের উপর রয়েছে তাদের

সঙ্গত ভরণ-পোষণ। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৭; জামে তিরমিযী, আবওয়াবুর রিযা' হাদীস : ১১৬৩)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, নারীর সকল গুরুভার পুরুষের কাধে। পুরুষের দায়িত্ব হল নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। আর এসবের যোগান দেওয়ার জন্য প্রয়োজন জীবিকা উপার্জনের। সুতরাং তাকে গ্রহণ করতে হবে চাকরি, ব্যবসা কিংবা অন্য কোনো পেশা। আর ঘরের কোণে বসে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন ঘরের বাইরে বের হওয়া। এমনকি প্রয়োজনে দূর দূরান্ত সফর করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَإِ ذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَا نْتَشِرُوْا فِى الْاَ رْضِ وَا بْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَا ذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যেন তোমরা সফলকাম হও। (সূরা জুমআ (৬২) : ১০)

অন্য আয়াতে বলেন,

وَاٰ خَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَ رْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ ۙ

তোমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে। (সূরা মুয্যাম্মিল (৭৩) : ২০)

সুতরাং বহিরাঙ্গনই হল পুরুষের প্রধান কর্মক্ষেত্র। বাইরে অবস্থান হল তার সাধারণ অবস্থা। ঘরে বসে থাকা পুরুষের জন্য শোভনীয় নয়।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَا جًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰ يٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

পক্ষান্তরে নারীকে আল্লাহ বানিয়েছেন দুনিয়ার জান্নাত। তিনি স্বামীর জন্য প্রশান্তি, সন্তানের জন্য আশ্রয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের

সংগিনীদেরকে যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম (৩০) : ২১)

(তরজমা) তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। (সূরা আরাফ : ১৮৯)

زُيِّنَ لِلنَّا سِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَا لْبَـنِيْنَ وَا لْقَنَا طِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَا لْفِضَّةِ وَا لْخَـيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَا لْاَ نْعَا مِ وَا لْحَـرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَا عُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَا للهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰ بِ

নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৪)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-দুনিয়া হচ্ছে ক্ষণিক উপভোগের বস্তু। আর এর সর্বোত্তম সম্পদ নেককার নারী।

একমাত্র ইসলামই নারীকে বানিয়েছে সর্বোচ্চ সংরক্ষিত। পরপুরুষ তার দিকে মুখ তুলেও তাকাতে পারবে না। নারীদেরকে আল্লাহ আদেশ করেছেন তারা যেন নিজেদেরকে সংরক্ষিত রাখেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তারা যেন নিজেদের আভরণ প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যারা যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো নিকট।

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَ رْجُلِهِنَّ لِيُـعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা নূর (২৪) : ৩১)

وَقُلْ لِّـلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَا رِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَـضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

(হে নবী!) মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া নিজেদের আভরণ প্রদর্শন না করে। (সূরা নূর : ৩১)

বলাবাহুল্য যে, নারীর নিজের ও নিজের সৌন্দর্যকে পরপুরুষ থেকে আড়াল রাখার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হল গৃহে অবস্থান। কেননা গৃহের চার দেয়াল এবং পর পুরুষের সামনে না যাওয়া ও তাদের সঙ্গে উঠাবসা-চলাফেরা থেকে বিরত থাকাই নারীর জন্য বড় পর্দা। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা নারীকে আদেশ করেছেন গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থানের। ইরশাদ করেছেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَـرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُ وْلٰى

আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। (সূরা আহযাব : ৩৩)

সুতরাং গৃহে অবস্থানই হল নারীর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এবং এটিই তার প্রধান কর্মক্ষেত্র। তবে প্রয়োজনে সে বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু বাইরে অবস্থান শুধু প্রয়োজনবশত ও প্রয়োজন পরিমাণ হতে হবে। আর এ সময়ও নিজেকে ও নিজের সৌন্দর্যকে রাখতে হবে পরপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে।

গৃহে অবস্থান নারীর ধর্মীয় অধিকার

কুরআন মজীদে নারীদেরকে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানের আদেশ করা হয়েছে। ইরশাদ করেছেন,

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَـرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُ وْلٰى

(তরজমা) আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। (সূরা আহযাব (৩৩) : ৩৩)

এই আয়াতে গৃহকে নারীর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এটি ছাড়া সমগ্র কুরআন মজীদে আর মাত্র দুটি আয়াত এমন আছে, যেখানে গৃহের সম্বন্ধ নারীর দিকে করা হয়েছে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নারীর দিকে গৃহের এই সম্বন্ধ তার মালিকানা বোঝানোর জন্য নয়; বরং তা নারীর জন্য সর্বদা গৃহে অবস্থান আবশ্যক হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

অতএব বোঝা গেল, নারীর প্রধান কর্মক্ষেত্র ও তার সকল কর্মব্যস্ততা হবে গৃহের অভ্যন্তরে। ঘরোয়া ও সাংসারিক কাজকর্মই হবে তার প্রধান কাজ। আর পুরুষের কর্মক্ষেত্র ও কর্মব্যস্ততা হবে গৃহের বাইরে।

নারী-পুরুষ প্রত্যেকের সমাজ হবে আলাদা। নারীর বিশেষ সমাজ শুধু নারীর সঙ্গে; গৃহের অভ্যন্তরে। আর পুরুষের বিশেষ সমাজ হবে শুধু পুরুষের সঙ্গে ও গৃহের বাইরে।

তো ইসলামে যেহেতু নারীকে ঘরে অবস্থানের বিধান দেওয়া হয়েছে তাই সমাজের কর্তব্য, তাকে এই বিধান পালনের সুযোগ দেওয়া। চাপ প্রয়োগ করে বা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে নারীকে এই বিধান পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটা নারীর ধর্মীয় অধিকার।

তাছাড়া সৃষ্টি ও উদ্দেশ্য বিচারেও গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান নারীর অধিকার। কেননা আল্লাহ তাআলা নারীকে সৃষ্টি করেছেন দুর্বল করে। তাকে সৃষ্টি করেছেন আদমের পাজর থেকে। ফলে সে আদমের (পুরুষের) একটি অংশবিশেষ। নারীকে মুখোমুখি হতে হয় ঋতুচক্রের, ধারণ করতে হয় গর্ভ, সহ্য করতে হয় প্রসব বেদনা, স্তন্যদান ও আনুষঙ্গিক দায়িত্ব। সর্বোপরি তাকে পালন করতে হয় ভবিষ্যত প্রজন্মের লালন-পালনের গুরুভার।

আর এ কথা তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যে নারী অফিস-আদালত, কল-কারখানায় কাজ করে তার পক্ষে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নয়। কেননা সে তো সর্বদা ব্যস্ত থাকে তার কর্মক্ষেত্রের নানা কাজে। অফিসের বিভিন্ন দায়িত্বে তাকে সময় দিতে হয়। ফলে ঘরে তার সময় দেওয়া, সন্তানদের দেখাশোনা, খোঁজখবর নেওয়া দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং সৃষ্টি-উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিচারেও ঘরে অবস্থানের সুযোগ নারীর প্রাপ্য। এটা তার মানবিক অধিকার। বিশেষত যখন বর্তমান সমাজে নারীর নিরাপত্তা সর্বোচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সর্বত্রই যখন নারী অনিরাপদ। তার ইজ্জত-সতিত্ব, জীবন-প্রাণ যখন প্রতি মুহূর্তে চরম হুমকির সম্মুখীন তখন নারীর জন্য ঘরের নিরাপত্তা বলয় ছেড়ে নিজেকে নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি করা, নিজের সতীত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে পদে পদে উত্যক্ততা, ধর্ষণের শিকার হওয়ার কোনো যুক্তি হতে পারে না।

অথচ দুঃখজনক বাস্তবতা হল, প্রগতির দাবিদার এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও নারীবাদী একটি গোষ্ঠি মিথ্যা আশ্বাস ও প্রলোভন দিয়ে নারীকে আজ ঘরের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের হীন স্বার্থে তারা নারীকে ও নারীর রূপ-সৌন্দর্যকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করছে। তারা নারীকে বোঝাচ্ছে যে, ঘরের কোণে পড়ে থাকায় কোনো স্বাধীনতা নেই। স্বামীর অনুগত থাকায় কোনো সম্মান নেই। প্রকৃত সম্মান কেবল বাইরের জীবনে। তাই পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও উপার্জন করতে হবে। কমপক্ষে নিজের প্রয়োজন পূরণের মতো উপার্জন-উৎস তার থাকতে হবে। তবেই সে হবে প্রকৃত সুখী, প্রকৃত স্বাধীন। তারা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে আনে পশ্চিমা সভ্যতাকে। যেখানে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বাজার-শপিংমলসহ সর্বত্র নারীরা কাজ করে চলেছে।

আর অবলা নারীও প্রলুব্ধ হয়ে নির্বোধের মতোই পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণে মেতে উঠেছে। প্রগতিশীল হওয়ার তাগিদে সে ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে অফিস-আদালতের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ থাকাকে পরাধীনতা মনে করতে শুরু করেছে। স্বামীর অনুগত হওয়াকে অসম্মান মনে করছে।

নারী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল

আল্লাহ তা'আলা পুরুষ এবং নারী দু'টি ভিন্ন জাতিকে তৈরী করেছেন।এবং তাদের কাজকেও বন্টন করে দিয়েছেন।এভাবে যে, সাধারণত পুরুষ বাহিরে কাজে ব্যস্ত থাকবে এবং নারীরা ঘরের ভিতর সামাল দিবে।এবং সন্তানসন্ততি কে শিক্ষাদীক্ষা দেয়ার মত মহান কাজ আঞ্জাম দিবে।

প্রয়োজন, অপরাগতা কিংবা ঠেকায় পড়ার পরিস্থিতি ছাড়া সাধারণ অবস্থায় নারীদেরকে ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শরীয়ত তাদের ওপর এমন দায়িত্ব আরোপ করে নি, যার কারণে তাদের ঘরের বাইরে যেতে হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহিলিয়াতযুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।'(সূরা আহযাব ৩৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

'নারী গোপন জিনিস, যখন সে ঘর থেকে বের হয় শয়তান তাকে তাড়া করে। আর সে আল্লাহ তাআলার সবচে' নিকটতম তখন হয় যখন সে নিজের ঘরের মাঝে লুকিয়ে থাকে।' (তাবরানী ২৯৭৪)

নারী মসজিদে যাওয়ার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ 'তাদের জন্য তাদের ঘর উত্তম।' (আবু দাউদ ৫৬৭)

পুরুষরা ক্ষেত-খামার, অফিস-আদালত, চাকরি-বাকরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যসহ নানা কায়িক শ্রম ব্যয় করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংসার পরিচালনার কাঁচামাল সংগ্রহ করবে। আর নারী সে কাঁচামালের সুন্দর ব্যবহারে সংসারকে সুখময় করে তুলবে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। নারী যখন বাবার ঘরে থাকবে, তখনও তার সংসার

পরিচালনার আর্থিক দায়িত্ব তার ওপর আরোপিত নয়। ঘরোয়া পরিবেশে থেকেই সে তার শিক্ষা-দীক্ষাসহ যাবতীয় যোগ্যতা অর্জনে মনোযোগী হবে। স্বামীর ঘরে গিয়েও সে তার সংসারের নতুন রাজ্যকে সবটুকু গুণ-বৈশিষ্ট্য দিয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তুলবে। এটিই তার প্রধানতম দায়িত্ব। এর বাইরে তার ওপর অতিরিক্ত কোনো দায়িত্বারোপ করা হয়নি ইসলামে। এমনকি কোনো স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে ঘরের বাইরের কাজে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করার সুযোগ নেই। রাসুল (সা.) বলেন, ‘প্রত্যেক নারী তার স্বামীর ঘরের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আর কেয়ামতের দিন সে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।’ (বোখারি : ৮৯৩)।

নারীদের ঘরের বাহিরে বের হওয়ার বিষয়ে শরঈ বিধান

অযথা মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়া সমীচীন নয়। বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে নারীরা ঘরে বসে যিকির-আযকার, সাংসারিক কাজ ও অন্যান্য ইবাদাতে লিপ্ত থাকলে অনেক বেশি সাওয়াব পাবে। আর যখন কোন বিশেষ প্রয়োজনে বের হবে তখন অবশ্যই পুরুষ আকর্ষিত হয় এমন সাজসজ্জা করে বের হবেনা, বরং সাধারণ বোরক্বা বা পর্দা পরে বের হতে হবে। আর সর্বদা রাণীর মত স্ব-গৃহে অবস্থান করবে।

আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ

'এবং তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান কর, আর পূর্বেকার জাহিলী যুগের মত সাজসজ্জা করে বের হবেনা। সালাত ক্বায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য কর।'

[সূরা আহযাবঃ৩৩]

. ইমাম ইবনু কাসীর رحمة الله عليه এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তার তাফসীরে বলেন-

...أي : الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة ومن الحوائج الشرعية

অর্থাৎ, আপন ঘরসমূহকে নিজেদের জন্য আবশ্যক স্থান বানাও এবং কোন শরীয়ত সম্মত প্রয়োজন ব্যতীত ঘর থেকে বের হয়োনা।

এবং এই আয়াতে 'তাবাররুজ (সাজসজ্জা)' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- ঘ্রাণ ছড়ায় এমন সুগন্ধি মাখা,এবং মেয়েদের এমন সৌন্দর্য প্রকাশ করা যা বেগানা পুরুষকে আকৃষ্ট করে।

قال: التبختر. وقيل إن التبرج هو إظهار الزينة، وإبراز المرأة محاسنها للرجال

[তাফসীরে ত্ববারী ৪/২২; আহকামুল কুরআন, জাসসাস ৩/৩৫৯-৩৬০; আল জামে লি আহকামিল কুরআন, কুরত্ববী ১৪/১৮৯; - উল্লেখিত আয়াত দ্রষ্টব্য]

ইমাম আবু হাইয়্যান, ইমাম মুক্বাতিল, ইমাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন এবং হাফেজ ইবনু হাজার ইমাম ফাররা (রহিমাহুমুল্লাহ) থেকে 'তাবাররুজ' এর তাফসীরে বলেন - মাথার খিমার ছেড়ে দিয়ে মুখ খুলে ও বেপর্দা হয়ে বের হওয়া।

[আল জামে লি আহকামিল কুরআন, কুরত্ববী ১৪/১৮৯; আল বাহরুল মুহীত্ব ৭/২৩০,২৫০;ফাতহুল বারী ৮/৩৪৮৭; ফাইযুল বারী ১/২৫৪]

তা'আলা আরো বলেন-

﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ﴾

'এবং তোমরা নিজ গৃহে আল্লাহর যেসব আয়াত ও হিকমাহ (জ্ঞানগর্ভ বিষয়) পাঠ করা হয় তা স্মরণ রাখবে।' [সূরা আহযাবঃ৩৪]

এই আয়াতে মহিলাদের ঘরে বসেই তিলাওয়াত, যিকির, কুরআন ও হাদীস তালীম করার বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে।

আয়াতে কারীমায় 'হিকমাহ' দ্বারা আল্লাহর রাসূলের হাদীস ও সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে।

ويعني بالحكمة: ما أوحي إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم من أحكام دين الله، ولم ينـزل به قرآن، وذلك السنة.

[তাফসীরে ত্ববারী, তাফসীরে কুরত্ববী - উল্লেখিত আয়াত দ্রষ্টব্য]

আল্লাহ তা'আলা জান্নাত রমনী হুরদের ব্যাপারে বলেন-

حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الخِيَامِ

'তাবুতে অবস্থান কারী হুরগন।' [সূরা আর রহমানঃ৭২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম ত্ববারী তার তাফসীরে দ্বিহাক থেকে নিজ সনদে বর্ণনা করেন-

قوله: (مَقْصُورَاتٌ) قال: المحبوسات في الخيام لا يخرجن منها.

'মাক্বসূরাত' বলতে বুঝানো হয়েছে তাবুতে আবদ্ধ হূর যারা সেখান থেকে বের হয়না।

ইমাম ত্ববারী হাসান বসরী থেকে নিজ সনদে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

قوله : (مقصورات في الخيام) قال : محبوسات ، ليس بطوافات في الطرق .

'তারা তাবুতে আবদ্ধ। তারা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেনা।'

ইমাম কুরতুবীও তার তাফসীরে এর ব্যাখ্যায় লিখেন-

محبوسات مستورات في الخيام في الحجال لسن بالطوافات في الطرق

তারা তাবুতে আবদ্ধ ও আবৃত সিংহাসনে পায়ে পা তুলে (রাজরাণীর মত) আছে, রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেনা। [তাফসীরে ত্ববারী ২৩/৭৮,৭৯; তাফসীরে কুরত্ববী ১৭/১৭১ - উল্লেখিত আয়াত দ্রষ্টব্য]

আমাদের নারীরাও আমাদের নিকট এমন রাজরাণী তুল্য। সুতরাং নারীদের উচিৎ অযথা বাহিরে বের না হওয়া। কেননা আমাদের নেককার নারীরা আমাদের নিকট হুরদের তুলনায়ও বেশি মর্যাদাশীলা। সুতরাং তারা আচরণের ক্ষেত্রে হুরদের চেয়েও আরও এগিয়ে থাকার কথা। আনাস رضى الله عنه থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূলের নিকট কিছু মহিলারা এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের জন্য এমন কোন আমল আছে যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের নাগাল পাব!!?

নবী ﷺ তাদের জবাবে বললেন- 'তোমাদের মাঝে যারা (এই সাওয়াবের আশায় পূর্ণ পর্দার সাথে) ঘরে বসে থাকবে তারা আল্লাহর রস্তায় মুজাহিদদের (সাওয়াবের) নাগাল পাবে!!

"عن أنس ، رضي الله عنه ، قال : جئن النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن : يا رسول الله ، ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى ، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من قعد - أو كلمة نحوها - منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله

ইমাম বাযযার তার মুসনাদে এটি বর্ণনা করেন। তবে এই বর্ণনায় 'রওহ ইবনুল মুসাইয়্যাব আল কালবী' নামক রাবী বিতর্কিত।

[তাফসীরে ইবনু কাসীর ১১/১৫১; দুররুল মানসূর ১২/৩১-৩২- সূর আহযাবের ৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]

হাদীস শরীফে আছে-

عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها"

"নিশ্চয়ই মহিলারা হচ্ছে আওরাহ (ঢেকে থাকার বস্তু), যখনই সে ঘর থেকে বের হয় শয়ত্বান তাকে (পুরুষের চোখে) নন্দিত করে দেয়! ঐ নারী তার রবের রহমতের অতি নিকটবর্তী যেই নারী ঘরের কোন এক কোণায় অবস্থান করে (ও আল্লাহর স্মরণ করতে থাকে)।"

[সহীহুত তিরমিযীঃ১১৭৩;মু'জামে তাবরানীঃ২৯৭৪ আত তাওহীদ, ইবনু খুযাইমা ১/৪৯;সহীহ ইবনু হিব্বান ১২/৪১৩ হাঃ৫৫৯৭;আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/১৮০;মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/৩৮, ৪/৩১৭;হিদায়াতুর রুয়াত, ইবনু হাজার ৩/২৫২; আ'রিদ্বাতুল আহওয়াযী,ইবনুল আরাবী ৩/৯২- হাদীসটির মান সহীহ]

ইসলামে নারীদের জীবিকার দায় থেকে অব্যাহতি

মূল আলোচনায় ফিরে আসি। জীবনের সবচে' কঠিন কাজ জীবিকার জন্য ঘাম ঝরানো এবং উপার্জনের জন্য দৌড়ঝাঁপ করা। ইসলাম নারীসমাজের প্রতি অনেক বড় একটি ইহসান এই করেছে যে, তার নিজের এবং পরিবারের অন্যসবার জীবিকা থেকে এবং যাবতীয় অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দান করেছে এবং তা পুরুষের কাঁধে অর্পণ করেছে। এটা কন্যা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে এবং সন্তানের মা হিসাবে বাবার কাছে, স্বামীর কাছে এবং সন্তানের পিতার কাছে নারীর অধিকার ও প্রাপ্য।

মানবসমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার জন্য এবং সবচে' বড় কথা, আল্লাহর পক্ষ হতে অর্পিত খেলাফতের দায়িত্ব বহন করার জন্য সবচে' গুরুত্বপূর্ণ, সবচে' কঠিন ও কষ্টকর যে দায়িত্ব তা হলো সন্তান ধারণ ও সন্তান প্রসব। কে পালন করবে এ মহা-দায়িত্ব? আমাদের আল্লাহ এজন্য পুরুষের পরিবর্তে নারীকে নির্বাচন করেছেন এবং নারীর দেহসত্তা ও মানসসত্তাকে সেভাবেই তৈরী করেছেন।

তারপর সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের শারীরিক ও মানসিক প্রতিপালন, তার শিক্ষা, দীক্ষা, নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন। দুনিয়ার মানুষ গর্ব করে বলে, আজকের শিশু আগামী দিনের আদর্শ নাগরিক। আমরা বলি, আজকের শিশু হলো আগামী দিনের আদর্শ মা, আদর্শ বাবা এবং আলিমে দ্বীন, দাঈ ইলাল্লাহ ও মুজাহিদ ফী সাবীলিল্লাহ। তো কে পালন করবে শিশুকে গড়ে তোলার এ মহাদায়িত্ব? এখানেও নারীর ভূমিকাই বড়। এজন্যই ইসলাম নারীকে জীবিকার দৌড়ঝাঁপ থেকে এবং সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছে, যেন সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব স্বস্তির সঙ্গে, নিরাপত্তার সঙ্গে এবং মর্যাদার সঙ্গে পালন করে যেতে পারে। পুরুষের কর্তব্য নারীর এই ত্যাগ ও কোরবানিকে কৃতজ্ঞচিত্তে মূল্যায়ন করা এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নারীর অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব কৃতার্থতার সঙ্গে পালন করে যাওয়া।

কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থতার সঙ্গে কেন? উত্তরে বলা যায়, মাতৃত্ব দিয়ে নারীকে আল্লাহ গৌরবান্বিত করেছেন, আর পিতৃত্ব দিয়ে পুরুষকে আল্লাহ মুক্তি দান করেছেন। মাতৃত্বের গৌরব অর্জন করার জন্য পৃথিবীর প্রতিটি নারীকে প্রতিবার জীবন-মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হয় এবং দীর্ঘ নয়মাস ব্যথার সাগর পাড়ি দিতে হয়। পক্ষান্তরে পুরুষকে শুধু উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও ব্যয়ভার বহন করতে হয়।

আল্লাহ তো নারী ও পুরুষ উভয়ের স্রষ্টা। তিনি জানেন, মাতৃত্ব কীভাবে অর্জিত হয়, আর পিতৃত্ব লাভ হয় কার কষ্টের সুফলরূপে। আল্লাহ বলেছেন-

ووصينا الانسان بوالديه احسانا حمتله امه كرها ووضعته كره

(আর মানুষকে আমি উপদেশ দিয়েছি তার মা-বাবার সঙ্গে সদাচার করার। তার মা তাকে বহন করেছে কষ্ট করে এবং প্রসব করেছে কষ্ট করে।)

আল্লাহ তাআলা পিতামাতা উভয়ের প্রতি সদাচারের আদেশ করার পর বিশেষভাবে মার কষ্টের কথা বলেছেন। এভাবে আল্লাহ নারীর মাতৃত্বকে মহিমান্বিত করেছেন এবং সম্ভবত এ বিষয়েও তাম্বীহ করেছেন যে, পুরুষের পিতৃত্বের পিছনেও নারীর গর্ভযন্ত্রণা ও প্রসববেদনার অবদান।

তো পুরুষ তার এমন জীবনসঙ্গিনীর জন্য একটু ছাদের ছায়া, একটুকরো রুটির অন্ন এবং একখন্ড বস্ত্রের আবরণ যোগাড় করবে না? করতে হবে এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই করতে হবে। পুরুষের এটা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, আইনগত দায়িত্ব। ইসলামী খিলাফত কায়েম হলে রাষ্ট্রশক্তি পুরুষের এই দায়িত্বপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করবে, করতে বাধ্য। এ জন্য নারীকে কেন তার মূল দায়িত্ব ছেড়ে ঘর থেকে বের হতে হবে? কেন তাকে দুনিয়ার ঝামেলায় জড়াতে হবে?

অন্তত মুসলিম বিশ্বে যত সরকার আছে, পাশ্চাত্য ও জাতিসঙ্ঘের হাতে ‘নৃত্যপুতুল’ না হয়ে তারা সত্যি যদি নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে চায় তাহলে আইন করে এ বিষয়টি নিশ্চিত করুক।

নারীর উপার্জনের দায়মুক্তির কারণ

শক্তি, ক্ষমতা ও বুদ্ধির বিবেচনাসহ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে পুরুষকে নারীর সেবক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নেতৃত্বের প্রধান উৎস-উপাদান হলো, সেবাব্রত। সেবার যাবতীয় দায়িত্ব দিয়ে পুরুষকে নারীর অভিভাবক বানানো হয়েছে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'পুরুষ নারীর ব্যবস্থাপক। কারণ, আল্লাহ তাদের একজনকে অপরের ওপর মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং তারা তাদের ধন-সম্পদ (নারীদের ওপর) ব্যয় করে। সুতরাং সতী-সাধ্বী নারীরা হয় অনুগতা এবং আল্লাহতায়ালা যেসব বিষয় হেফজতযোগ্য করেছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা তার হেফাজত করে।' (সুরা নিসা : ৩৪)। রাসুল (সা.) বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহতায়ালাকে ভয় করো। কারণ, তোমরা তাদের আল্লাহর নিরাপত্তা সূত্রে গ্রহণ করেছ এবং তোমরা তাদের সতীত্বকে আল্লাহর বিধানের বিনিময়ে বৈধ করে নিয়েছ। তোমাদের ওপর তাদের সঙ্গত ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।' (মুসলিম : ১২১৮)।

ইসলাম নারীর মালিকানা ও অর্থনৈতিক ততপরতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এর পাশাপাশি নারীর অর্থনৈতিক চাহিদাগুলো পূরণ করা স্বামীর দায়িত্ব বলে উল্লেখ করেছে যাতে নারী কোনো দুশ্চিন্তা ছাড়াই তার সাংসারিক দায়িত্বগুলো পালন করতে পারে। এরই আলোকে ঘরের বাইরে কাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই নারীর। বাইরে চাকরি করা নারীর জন্য বাধ্যতামূলক কোনো বিষয় নয় বরং তা তাদের ইচ্ছাধীন বিষয়। তারা ঘরের বাইরে যে কোনো বৈধ পেশা বেছে নিতে পারেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী সাংসারিক বা পারিবারিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ততপরতায় জড়িত হতে পারেন। তবে তাদেরকে এই দায়িত্ব এমনভাবে পালন করতে হবে যাতে স্বামী ও সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনের কাজটি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। নারীর সবচেয়ে বড় ও আসল কাজ হল সন্তানের প্রশিক্ষণ এবং পরিবার রক্ষা করা। এই দায়িত্ব বা মিশনের ক্ষতি না হওয়া পর্যন্ত নারীর যে কোনো বাড়তি কাজ বা ভূমিকাকে ইসলাম সমর্থন করে।

মোটকথা, ইসলাম নারীর কাজ বা চাকরিকে মর্যাদা দেয়। পুরুষ বা স্বামী নারীকে ঘরে ও বাইরে কাজ করতে বাধ্য করার অধিকার রাখে না। অর্থাত নারী ঘরেও বিনা পারিশ্রমিকে ঘর-কন্না ও সংসারের কাজ করতে বাধ্য নয়। নারী স্বামীর সহযোগী হিসেবেই বা জীবন-সঙ্গী হিসেবে ঘরের কাজে স্বেচ্ছায় সহায়তা করে মাত্র।

ইসলামও নারী ও পুরুষের সমান অধিকারকেও সমর্থন করে। তবে তা পশ্চিমাদের কথিত সমান অধিকারের অর্থে নয়। বরং নারীর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাকে কাজ দেয়ার কথা বলে ইসলাম। কারণ, খুব কঠিন কায়িক শ্রমের কাজ নারীর পক্ষে করা সম্ভব নয় এবং তা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের স্বার্থেরও অনুকূল নয়।

মার্কিন লেখিকা মিসেস ন্যান্সি লিইঘ ডি-মস লিখেছেন,

"নারীদেরকে ঘর-সংসারের কাজের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হতে উতসাহ দেয়া এবং তাদের বেশি আনন্দ দেয়ার জন্য ঘর থেকে বের করে আনা –এসবই নারীর জন্য মাত্রাতিরিক্ত টেনশন বা উদ্বেগ ছাড়া অন্য কোনো ফল বয়ে আনেনি। বিপুল সংখ্যক নারী আজ মানসিক চিকিতসক ও নানা ধরনের ওষুধের সাহায্য ছাড়া জীবন যাপন করতে পারছেন না। যেসব নারী সব সময় এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাচ্ছে ও এক পেশা ছেড়ে অন্য পেশা ধরছে তাদের বেশিরভাগই অনৈতিক সম্পর্কের শিকার হয়েছেন ও হচ্ছেন।"

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের পেশাগত পার্থক্য এবং তাদের অধিকারের পার্থক্য এক কথা নয়। তাদের অধিকার সমান। যেমন, আমিরুল মুমিনিন হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.)-উভয়ই উচ্চতর আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু ঘরের বাইরের কাজগুলো ছিল আলী (রা.)'র পেশা, আর ঘরের বা ঘরোয়া কাজগুলো করা ছিল বেহেশতি নারীকুলের নেত্রী ফাতিমা (রা.)'র পেশা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রতিভা ও শারীরিক শক্তির দিক থেকে মানুষে মানুষে রয়েছে পার্থক্য। তাই মহান আল্লাহ সবার জন্য তার উপযোগী কাজ নির্ধারণ করেছেন। নারী-পুরুষও এর ব্যতিক্রম নয়। যেসব পার্থক্য প্রকৃতিগত তা পরিবর্তন করা যায় না।

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন হয় দয়াময় মায়ের স্নেহের আচলে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজ নারীকে চাকরি দেয়ার অজুহাতে নারীকে তার মূল কাজ থেকে দূরে রাখছে যাতে তাদেরকে পুঁজিবাদের সেবায় বেশি ব্যবহার করা যায়।

নাডীয় লেখক উইলিয়াম গার্ডনার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, কর্মজীবী মায়েরা শিশুদেরকে যে ডে কেয়ার সেন্টারে রেখে যান তা কখনও শিশুর জন্য পরিবারের মত উত্তম নয়। ফেমিনিস্ট বা নারীবাদীরা আজও এ প্রশ্নের জবাব দেননি।

উইলিয়াম গার্ডনারের মতে নারীবাদ গড়ে উঠেছে কাজের ব্যাপারে বিপুল সংখ্যক পশ্চিমা নারীর ক্লান্তি, শ্রান্তি ও হতাশার মত বাস্তবতা থেকে। এইসব নারীই তাদের সন্তানকে ডে-কেয়ার সেন্টারে পাঠান ও কম বেতনের চাকরি পেলেও তা আঁকড়ে ধরেন। অথচ এ ধরনের চাকরির প্রতি তাদের কোনো আগ্রহই নেই।

এ কথা অনস্বীকার্য, শিশুদেরকে স্নেহের ছায়াতলে যথাযথ শিক্ষা দেয়া মায়েদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ শিক্ষা নিয়ে তারা যখন বড় হবে তখন তারা হবে সঠিক পথে চলা সুস্থ মন-মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ। তারা হবে কুসংস্কার, গোঁড়ামি, কলুষতা ও হীনমন্যতামুক্ত। পাশ্চাত্যের যুব প্রজন্ম আজ এইসব সংকটেই আক্রান্ত।

নারী ও শ্রম এবং ইসলাম

বিবাহের পূর্বে মহিলাদের ভরণ-পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার পিতার উপর।পিতা না থাকলে বড় ভাই বা অন্যান্য গার্জিয়ানদের উপর।আর বিবাহের পর তার স্বামীর উপর।অতঃপর ছেলের উপর। তাই নিজের পায়ে দাঁড়ানো বা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য মহিলাদের ভবিষ্যৎ চিন্তার আশু কোন প্রয়োজন নেই।

কারণ, আল্লাহ তা'আলা এটা বহু পূর্বেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন।তবে যদি দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি না থাকে অথবা থাকা সত্ত্বেও দেখাশুনা না করে বা করতে না পারে,তখন নিজের চলার জন্য নারী এমন কোনো পেশা গ্রহণ করতে পারে যেখানে শর'য়ী পর্দা

লংঘিত হববে না। যেমনঃ- নুরানী মুআল্লীম ট্রেনিং নিয়ে বাড়ীতে বসে মহিলাগণকে কুরআনের তা'লীম দেওয়া, হাতের কাজ করা ইত্যাদি।

সর্বাবস্থায় সহ-চাকুরী থেকে বিরত থাকবে,কিন্ত যদি পূর্ণ পর্দার সাথে চাকুরী করতে অপরগ হয় অথবা সহ-চাকুরী ব্যতীত জীবিকানির্বাহের আর কোনো ব্যবস্থা না থাকে,তাহলে এতমাবস্থায় অন্যান্য হারাম কাজে জড়িত না হয়ে ইস্তেগফারের সাথে উক্ত চাকুরী করবে এবং সাথে সাথে পর্দাসহ চাকুরীকে খুজতে থাকবে।

ফটো তুলা হারাম ও নাজায়েয,তা যেকোনো মাধ্যমেই হোক।প্রিন্ট ছবি এবং মুবাইল স্কীনের ছবি সবটির হুকুম একই,অর্থ্যাৎ হারাম।প্রথমে ছবি মুক্ত কোনো কোনো চাকুরীর খোজ নিববে, যদি পাওয়া যায় তাহলে তাই করবে,আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে ইস্তেগফারের সাথে জরুরতের ধরুণ বৈধ আছে।

কেননা ফুকাহায়ে কিরামগণের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি হল

(১) الضرورات تبيح المحظورات

(প্রয়োজন অনেক নিষিদ্ধ জিনিষকে বৈধ করে দেয়)

এটা একাটা নীতিসিদ্ধ মৌলিক ফিকহী ক্বায়দা বা ধারা যা কোরআন এবং হাদিসের থেকে চয়ন করা হয়েছে।

(আল আসবাহ ওয়ান নাযাইর-ইবনে নুজাইম ১/২৭৫)

এখানে অনেক প্রকার প্রয়োজন রয়েছে

(১)যদি সে এ চাকুরী না করে তাহলে তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতে পারে,যদ্দরুন তার কোনো হারাম কাজে পতিত হওয়ার আশংকা থেকে যায়।

(২)যোগ্য মানুষ চাকুরীতে না যাওয়ার ধরুণ অযোগ্য ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে নিয়োগপ্রাপ্ত হবে।

(৩)সবচেয়ে ভয়ংকর যে ক্ষতিটা হবে সেটা হল এতে অমুসলিমরা সরকারী চাকুরী নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে দেশটাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করবে।

ইসলামি শরিয়াহ নারীর প্রতি সবচেয়ে দয়াশীল এবং ফিতরাতবান্ধব নীতিমালা প্রদান করেছে। পরিপূর্ণ ঘরে থাকা অবস্থাতেও ইসলামি শরিয়াহ নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করেছে। এর জন্য তাকে বাইরের দুনিয়ার নাকানিচুবানি, কষ্ট-ক্লেশ, ব্যস্ততা ও পরিশ্রমের শিকার হতে হয় না।

ইসলামি শরিয়াহর পক্ষ থেকে পুরুষরা তাদের অধীনস্থ নারীদের ব্যয়ভার বহন করতে আদিষ্ট। তাদের প্রতি এই নির্দেশ অনুগ্রহ হিসেবে নয়; বরং আবশ্যিকতার জায়গা থেকে পুরুষরা নারীদের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণে আদিষ্ট। তাদের অধিকার নাই নারীদের এই ব্যাপারে কোনো প্রকার খোঁটা কিংবা খোঁচা দেওয়ার। মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী খরচা দেবে আর যার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে, সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন, তা থেকে খরচা দেবে। আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন, তার বেশি ভার তার উপর অর্পণ করেন না। কোনো সংকট দেখা দিলে আল্লাহ তারপর স্বাচ্ছন্দ্যও সৃষ্টি করে দেবেন।

পুরুষ নারীদের অভিভাবক, যেহেতু আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নিজেদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।

আবার নারীরা তাদের মালিকানাধীন অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে পরিপূর্ণ স্বাধীন। সে বৈধ যেকোনো ক্ষেত্রে তার সম্পদ ব্যয় করতে পারবে।

ইসলামি শরিয়তে একজন নারীর প্রধান দায়িত্ব হলো, পরিবারে অবস্থান করা, পরিবার গড়ে তোলা, পরিবারের সদস্যদের দেখাশোনা করা এবং ঘরের ভেতরটাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা; এটাই একজন নারীর মূল পেশা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারী তার স্বামীর ঘরের প্রতি দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।

তবে কোনো প্রয়োজন কিংবা কল্যাণের কারণে কোনো নারী চাকরি করতে বাধ্য হলে ইসলাম নারীকে তার অনুমোদন দিয়েছে। সাথে সাথে তার জন্য কিছু শর্ত ও সীমাও

বেঁধে দিয়েছে। যেন সেই নারীর দ্বীন ও ফিতরাত সংরক্ষিত থাকে। যেমন অবশ্যই সেই কর্মটা নারীর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, কর্মক্ষেত্রে যাওয়া ও অবস্থানের সময় অবশ্যই তাকে শালীনতা, পর্দা, ইবাদাহ বজায় রাখতে হবে এবং ফ্রি মিক্সিং ও পরপুরুষ সঙ্গ থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে, ফিতনা ও উত্তেজনাকর স্থান থেকে নিরাপদ থাকতে হবে। এবং তার এই কর্ম পরিবারের দায়িত্ব পালনে কোন প্রকার প্রভাব সৃষ্টিকারী না হতে হবে।

এজন্যই ইসলাম নারীদের জন্য সাধারণ নেতৃত্বকে নিষিদ্ধ করেছে। কারণ এই কাজ তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং এই কাজ তার মূল দায়িত্বের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তা ছাড়া নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাইরের তৎপরতাসমূহ পরিচালনার সময় তার পক্ষে ইসলামের আবশ্যকীয় বেশ কিছু বিধান পালন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই কাজের সাধারণ দাবিই এমন যে, জনসাধারণের মাঝে বেশি বেশি যাওয়া লাগবে, নারী-পুরুষ সবার সাথে মিশতে হবে। এই ধরনের আরও জটিলতা আছে।

নিশ্চয় ইসলাম নারী-পুরুষের দায়িত্ব ও কর্মের মাঝে পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দিয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে কখনোই ইসলাম নারীর মর্যাদাহানি করেনি। তার মানব প্রকৃতি ও যোগ্যতার ব্যাপারে তিরস্কারও করেনি। এই পার্থক্য কিংবা প্রভেদ নারী-পুরুষের যৌথ জীবনকে সহজ করার লক্ষ্যেই করা হয়েছে। এই পার্থক্যের ভিত্তি হলো, ন্যায় এবং নারী-পুরুষের মাঝে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্য ও সক্ষমতার ভিন্নতা।

যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও দায়িত্বে নারী-পুরুষের মাঝে সমতার বিধান করতে চায়, তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে একই শরীরের প্রতিটি অঙ্গের দায়িত্ব ও কর্মের মাঝে সমতার বিধান করতে চায়। উদাহরণস্বরূপ সে কোনো প্রকার প্রয়োজন ছাড়াই হাতকে জোর করে হাঁটার সময় পা'কে সহযোগিতা করতে, কিংবা চোখের ব্যাপারে আফসোস করে। কারণ সে শুনতে পায় না। আবার কানের ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে সে না দেখতে পারার কারণে। এভাবে সে মূলত নিজেকে এক শরীরের

অঙ্গগুলো নিয়ে এক উন্মাদনার দিকে ঠেলে দেয়। এটাকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা পাগলামি ছাড়া কিছুই বলবে না।

আমরা যদি নারীর কর্মের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, তবে আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান মানব প্রকৃতি, নারী সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বণ্টননীতির সাথে পরিপূর্ণ উপযোগী ও নিরাপত্তাশীল।

র‍্যান্ড কর্পোরেশনের মতে, অধিকহারে নারীদের জব সেক্টরে আসা হলো উন্নতি ও আধুনিকতার নিদর্শন। আর জব সেক্টর থেকে নারীদের দূরে রাখার অর্থ হচ্ছে দেশের অর্ধেক জনশক্তিকে অকেজো করে রাখা।

এজন্য র‍্যান্ড কর্পোরেশন মুসলিম নারীদের অধিকহারে চাকরির বাজারে নিয়ে আসা এবং তাদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঠেলে দেওয়ার প্রতি আগ্রহী। তবে মূল বাস্তবতা হলো, সংস্থাটির আগ্রহের জায়গা এটা না যে, নারীরা কাজ করুক এবং সম্মানজনক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি গড়ে তুলুক; বরং অধিকহারে নারীরা জব সেক্টরে আসার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমাজে যেসব প্রভাব ও পশ্চিমা স্বার্থের বিস্তার দেখা যায়, সেগুলোই তাদের মূল আগ্রহের জায়গা। এজন্য সংস্থাটির কাছে 'নারীরা কাজ করছে' এই বাস্তবতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তারা কী কাজ করছে, কোন সেক্টরে কাজ করছে এবং কোন পরিবেশে কাজ করছে।

কল্যাণমূলক কাজে নারীর সুযোগ

ইসলামি শরিয়ত নারী সমাজকে মানবতার সেবা ও কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। উপার্জনের জন্য কাজ করা এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সেজন্য ঘরের বাইরে যাওয়া নারীদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। তবে তাতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও বন্ধুত্ব-সখ্যতা করে ইসলামি বিধান লঙ্ঘন করা সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ। ইসলাম নারীদেরকে কর্মসংস্থান গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। তার জন্য

ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রতিনিধি নিয়োগসহ যাবতীয় লেনদেনে অংশগ্রহণ করার অনুমতি আছে। যতক্ষণ সে এ জাতীয় কারবারে অংশগ্রহণ করে শরঈ বিধান ও আচরণবিধির ব্যাপারে যত্নবান থাকবে, ততক্ষণ তাকে এ থেকে নিবৃত্ত করার অধিকার কারও নেই। (আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ : ৭/৮২)। মুফতি মুহাম্মদ শফি (রহ.) বলেন, 'যদি কোনো নারীর জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোনো পন্থা না থাকে, তবে সাজসজ্জা ছাড়া পর্দার সঙ্গে চাকরি ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশে বের হওয়া তার প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। তবে শর্ত হলো, সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য বের না হওয়া; বরং বোরকা বা বড় চাদর গায়ে দিয়ে বের হবে।' (তাফসিরে মাআরিফুল কোরআন : ৭/১৩)।

যেসব শর্তে নারীরা ঘরের বাইরে কাজে যেতে পারে:

নারীরা তিনটি শর্তে নিজ ঘরের বাইরে চাকরি বা কাজ করতে যেতে পারবে। তা হলো- ১. কাজটি গোনাহের না হওয়া, ২. নারীর কাজটি এমন স্থানে না হওয়া, যেখানে পরপুরুষের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে হয়, ৩. কাজের জন্য এমন সাজসজ্জাসহ বের না হওয়া, যা ফেতনা-ফ্যাসাদের দিকে প্ররোচিত করে। (আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ : ৭/৮৩-৮৪)। মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবি (রহ.) বলেন, 'নারীর ভরণ-পোষণ স্বামীর দায়িত্বে। কিন্তু কোনো নারীর যদি উপার্জনে সক্ষম অভিভাবক না থাকে, তাহলে নিরুপায় অবস্থায় অর্থ উপার্জনের জন্য তার কর্ম বা চাকরি করার অনুমতি আছে। তবে এ জন্য শর্ত হলো, তার ভাব-গাম্ভীর্যতা এবং অনুকূল পরিবেশ ও পর্দার ব্যবস্থা থাকতে হবে। পরপুরুষের সঙ্গে একত্রে দায়িত্ব পালন করা জায়েজ নেই।' (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হলো : ৬/৩৮)।

নারী চাকরির খাতিরে ঘর থেকে বের হতে পারবে। তবে এর জন্য কিছু নিয়ম ও শর্ত রয়েছে। নিয়ম ও শর্তগুলো মেনে চললে নারীর জন্য ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয হবে; অন্যথায় নয়।

যেমন,

– যদি সত্যিকারে তার চাকরি করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তার জন্য চাকরি করা জায়েয হবে।

– চাকরিটা তার দৈহিক, মানসিক স্বভাব ও রুচির সঙ্গে সামন্জস্যশীল হতে হবে। যেমন, ডাক্তারি, নার্সিং, শিক্ষা, সেলাই কিংবা এ জাতীয় পেশা হতে হবে।

– কর্মক্ষেত্রে পর্দার পরিপূর্ণ পরিবেশ থাকতে হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না।

– চাকরির কারণে যাতে পরপুরুষের সঙ্গে সফর করতে না হয়।

– কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়ার পথে যাতে কোন হারাম কাজ করতে না হয়। যেমন, ড্রাইভারের সঙ্গে একাকী যাওয়া, পারফিউম ব্যবহার করা ইত্যাদি।

– নারীর প্রধান কাজ ও দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর খেদমত করা, তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা। যদি চাকরি করতে গিয়ে এসব দায়িত্ব পালনে ব্যাপক অসুবিধা হয় তাহলে তার জন্য চাকরি করা জায়েয হবে না। (ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ২/৯৮১ ফিকহুন নাওয়াযিল ৩/৩৫৯)

মহিলাদের জন্য পর্দা রক্ষা করে ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরী করা জায়েজ আছে। তবে এক্ষেত্রে যেন পর্দা লঙ্ঘণ না হয়, সেই সাথে শরয়ী অন্য কোন বিধান লঙ্ঘিত না হয়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

হ্যাঁ, যদি উপার্জনক্ষম কোন মাহরাম আত্মীয় থাকে, বা অভিভাবক থাকে, তাহলে মহিলাদের জন্য ব্যবসা ও চাকরীর জন্য বাহিরে যাওয়া উচিত নয়।

শরয়ী পর্দা ও বিধান অনুসরণ করে মহিলাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরী করাতে কোন নিষেধাজ্ঞা আসেনি। তা'ই শরয়ী কোন কারণ ছাড়া মহিলাদের ব্যবসা করা ও চাকুরী করাকে হারাম বলার সুযোগ নেই।

-তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/১১৭; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৫৫; আলবাহরুর রায়েক ১/২০০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৮, ফিকহুন নাওয়াযিল ৩/৩৫৯

তবে যদি পর্দা লঙ্ঘণ হয়, পুরুষদের মিলে একসাথে কাজ করতে হয়, সেই সাথে ফিতনার আশংকা হয়, তাহলে জায়েজ নেই।

ولها ان تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيج وصيغ وغزل وخياطة ونحو ذلك إذا لم يفض إلى مالا يجوز شرعا من خلوتها بأجنبى، أو اختلاطها برجال غير محارم اختلاطا تحدث منه فتنة أو يؤدى إلى فوات ما يجب عليها نحو اسرتها دون أن تقيم مقامها من يقوم بالواجب عنها ودون رضاهم (فقه النوازل-359/3

যার সারমর্ম হলো শরয়ী সীমারেখার থেকে প্রয়োজনে মহিলাদের জন্য শিক্ষাদান,ব্যবসা বানিজ্য,,,,ইত্যাদি করা জায়েজ আছে।

ইসলামের স্বর্ণযুগে নানা পেশায় নারী

ইসলামের সোনালি যুগ থেকেই নারীরা আর্থসামাজিক উন্নয়নের অংশীদার হয়েছেন। বিচিত্র পেশায় অংশ নিয়ে সমাজে অবদান রেখেছেন। রাসুল (সা.)-এর যুগ থেকে হাজার বছরের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে নারীরা জ্ঞানচর্চা, সমাজসেবা ও অর্থনীতিতে অভূতপূর্ব সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা লাভ করেছেন এবং পুরুষদের মতোই যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, পর্দা-শালীনতা ও ইসলামের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি তারা অবশ্যই মান্য করেছেন।

জ্ঞানচর্চা : মহানবী (সা.) বিভিন্নভাবে নারীদের জ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং সুযোগ দিয়েছেন। মদিনার নারীরা একবার রাসুলের কাছে অভিযোগ করে বলেন, ‘পুরুষরা আপনার কাছে আমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের অঙ্গীকার করেন; সেদিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং দিকনির্দেশনা দিলেন।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১০১)

রাসুলের যুগে অনেক প্রাজ্ঞ নারী সাহাবি ছিলেন। নবীপত্নী আয়েশা (রা.)-এর জ্ঞানের কাছে তো অনেক অভিজ্ঞ সাহাবিও হার মেনেছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অসামান্য অবদান নিয়ে ৪৩ খন্ডের বিশাল এক বিশ্বকোষ রচনা করেছেন ক্যামব্রিজ

ইসলামিক কলেজের ডিন ড. মুহাম্মদ আকরাম নদভি। এ গ্রন্থে তিনি ১০ হাজারের বেশি নারী হাদিসবিশারদ ও শিক্ষাবিদের জীবন-কর্ম-অবদান তুলে ধরেন।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব : ইসলামের সোনালি যুগে নারীরা রাজনীতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে না থাকলেও তারা বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং রাজনৈতিক সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আয়েশা (রা.) মুয়াবিয়া ও আলী (রা.)-এর মধ্যকার সংকট নিরসনে এগিয়ে আসেন। তেমনি সাওদা বিনতে আম্মারা বিন আশতার হামদানি তার গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে মুয়াবিয়া (রা.)-এর কাছে যান এবং দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন। মুয়াবিয়া (রা.) তাদের দাবি মেনে নেন এবং ইবনে আরতাকে বরখাস্ত করেন। (আকদুল ফারিদ, পৃষ্ঠা : ৩৪৪-৪৬)

সমাজসেবা : সোনালি যুগে নারীরা বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবায়ও অংশ নেন। তারা অসংখ্য শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জোবায়দা দীর্ঘ খাল খনন করে হাজিদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেন। সেলজুক শাসক সুলতান মালিক শাহর স্ত্রী তুরকান বিনতে তুরাজ বাগদাদে তিনটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ ওয়াক্ফ করেন। (তারিখু দাওলাতুল আব্বাসিয়া, পৃষ্ঠা ৯৭)

এ ছাড়া একাদশ শতাব্দীতে মামলুক শাসনামলে মুসলিম নারীরা দামেস্কে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১২টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা নারীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো।

ব্যবসা-বাণিজ্য : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। নারী সাহাবি কায়লা (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো এক ওমরাহ আদায়কালে মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে আমি তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি একজন নারী। আমি বেচাকেনা করি। আমি কোনো জিনিস কিনতে চাইলে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাম বলি। এরপর দাম বাড়িয়ে বলতে বলতে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যে গিয়ে পৌঁছাই। আবার আমি কোনো জিনিস বিক্রি করতে চাইলে কাঙ্ক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য চাই। এরপর দাম কমাতে

কমাতে অবশেষে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যে নেমে আসি। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, হে কায়লা, এমন করো না। তুমি কিছু কিনতে চাইলে তোমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যই বলো, হয় তোমাকে দেওয়া হবে, নয় দেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, তুমি কোনো কিছু বিক্রয় করতে চাইলে তোমার কাঙ্ক্ষিত দামই চাও, হয় তুমি দেবে অথবা দেবে না।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২২০৪)

চিকিৎসা : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নারীরা চিকিৎসক হিসেবেও দক্ষতা অর্জন করেন। যারা শৈল্যবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। আয়েশা (রা.) নিজেও চিকিৎসাবিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন। উরওয়া (রহ.) বলেন, 'আমি চিকিৎসাবিজ্ঞানে আয়েশা (রা.) অপেক্ষা দক্ষ মানুষ দেখিনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, খালা, আপনি এই জ্ঞান কোথা থেকে অর্জন করলেন? তিনি বলেন, আমি মানুষকে রোগীর চিকিৎসা করতে দেখেছি এবং তা মনে রেখেছি।' (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/১৮২)

সাহাবাযুগে নারী সাহাবি উম্মে সুলাইমের নেতৃত্বে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো। (আবুদাউদ, হাদিস : ১৫৭৫)

মিসরে মুসলিম শাসক কর্তৃক প্রথম আবাসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে নারীরাও চিকিৎসক ও শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ পান। তাদের কেউ কেউ 'মাশিখাতুত তিব' তথা 'মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান' পদেও অধিষ্ঠিত হন। (আহমদ ইসা বেগ, তারিখুল বিমারিস্তান ফিল-ইসলাম)

কৃষিকাজ : মহানবী (সা.)-এর যুগে নারীরা কৃষিকাজেও অংশগ্রহণ করতেন। আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে দীর্ঘ এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, 'যখন জোবায়ের আমাকে বিয়ে করেন, তখন তার কোনো ধন-সম্পদ ছিল না। এমনকি কোনো স্থাবর জমিজমা, দাস-দাসীও ছিল না; শুধু কুয়া থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি তার উট ও ঘোড়া চরাতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম, কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে পারতাম না।... রাসুল (সা.) জোবায়েরকে একখণ্ড জমি দিলেন। আমি

সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতাম। ওই জমির দূরত্ব ছিল প্রায় দুই মাইল।...' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২২৪)

হস্তশিল্প : মহানবী (সা.)-এর যুগে নারীরা হস্তশিল্পের কাজ করেও অর্থ উপার্জন করতেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সে-ই আমার সাক্ষাৎ পাবে যার হাত সর্বাধিক লম্বা'। সুতরাং তারা নিজ নিজ হাত মেপে দেখতে লাগলেন কার হাত বেশি লম্বা। আয়েশা (রা.) বলেন, 'অবশেষে আমাদের মধ্যে জয়নবের হাতই সবচেয়ে লম্বা স্থির হলো। কেননা তিনি হাতের কাজ করতেন এবং দান-খয়রাত করতেন।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬০৯৪)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী রায়িতা (রা.) হস্তশিল্পে দক্ষ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে তা বিক্রি করতেন এবং উপার্জিত অর্থ দান করে দিতেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬০৩০)

অন্যান্য পেশা : স্পেনের অধিবাসী আয়েশা বিনতে আহমদ বিন কাদিম ছিলেন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার। লুবনি ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রে পারদর্শী। রাবিয়া কাসিসাহ প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। শিফা বিনতে আবদিল্লাহ ছিলেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ। ওমর (রা.) তাকে আদালতের 'কাজাউল হাসাবাহ' তথা 'অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি কোর্ট এবং ও 'কাজাউস সুক' তথা 'মার্কেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর দায়িত্বে নিয়োগ দেন। (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ৫/৭৮)

সমাজে নারীর অসামান্য ভূমিকার প্রশংসা করে তেরো শতকের প্রখ্যাত মুসলিম স্কলার আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'সমাজের অর্ধেকই নারী। বাকি অর্ধেকেরও জন্ম দেন নারী। তাই নারীরাই যেন পুরো সমাজ।'

ইসলামি দৃষ্টিতে নারীর কর্মসংস্থান

কর্মসংস্থান অর্থ এমন কর্মব্যবস্থাপনা যাতে অংশ গ্রহণ করে একজন মানুষ তার আর্থিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়। তো এ জাতীয় কষ্টসাধ্য কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা কখন দেখা দেয় বা এর প্রতি মানুষ কখন আগ্রহী হয়? এটা শতসিদ্ধ কথা, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান, শিক্ষা চিকিৎসাসহ জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় খাতের ব্যয় নির্বাহ করার জন্যই মানুষ কর্মসংস্থানের প্রতি মনোযোগী হয় বা হতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইসলামী আইনে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে নারীর উপর ব্যয় নির্বাহের কোনো দায়বদ্ধতা চাপিয়ে দেয়া হয় নি। নারীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবে পুরুষ। সুতরাং নারীর কর্মসংস্থানের কোনো প্রয়োজন নেই এবং থাকার কথাও নয়। স্বভাবজাত এবং প্রাকৃতিকভাবেই নারীরা সংসারী। ঘরোয়া কাজের সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা ও আগ্রহবোধ একান্তই সৃষ্টিগত। সে হিসেবে তারা নিজ আগ্রহেই সংসার পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে যদি তাদেরকে সাংসারিক এবং প্রাসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশে কর্মসংস্থানে যেতে বাধ্য করা হয় তবে এটা হবে তাদের উপর নিতান্তই বৈষম্যমূলক আচরণ। তাই ইসলামী আইন মতে নারীদেরকে কর্মসংস্থানমুখী করতে বাধ্য করার কোনো সুযোগ নেই।

তবে নারী সমাজের কর্মতৎপরতা কেবলমাত্র বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞান অর্জন ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে ইসলাম এমন কথা বলেনি; বরং বাস্তব কাজে যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্যে ইসলাম এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভে অগ্রসর হতে পারে, তেমনি কৃষি ও ব্যবসায়ের কাজে পরোক্ষ অংশগ্রহণ করারও সম্পূর্ণ অধিকার রাখে। জীবিকার জন্যে বিভিন্ন কাজ কারবার, শিল্প-কারখানা স্থাপন, পরিচালনা বা তাতে কাজ করার ও অধিকার রয়েছে নারীদের। সেই সঙ্গে সমাজ ও জাতির কল্যাণমূলক বহুবিধ সামষ্টিক কাজ আঞ্জাম দেয়াও তাদের জন্যে কিছুমাত্র নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারীদের এসব কাজে নেমে যেতে হবে এবং এসব করা তাদের জন্য একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। নারীরা এসব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়–ক ইসলামে তা কাম্য নয়। তবে পরিবার বা সমাজে এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যার কারণে নারীদেরও

কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন যথাসাধ্য শরঈ বিধান পালন সাপেক্ষে নারীদের জন্যও কর্মসংস্থানের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। এমনকি নারীরা যদি দায়িত্ব ও কতর্ব্যরে বাহিরে গিয়ে কর্মসংস্থান করতে আগ্রহ বোধ করে তবে পিতা বা স্বামীর অনুমোদন এবং শরঈ বিধান পালন সাপেক্ষে তারও অনুমতি রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কাউকে নিরুৎসাহিত করাও রীতি নয়। তবে তাদের আলাদা কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করতে হবে, এটাই ইসলামের দাবী। নারী-পুরুষের স্বাধীন ও অবাধ মেলামেশার ফলে সামাজিক জীবনে নৈতিক অধঃপতনের যে মারাত্মক ব্যধি দেখা দিয়েছে তা থেকে সমাজকে মুক্ত করার উদ্দেশেই ইসলামে পর্দা বিধান আরোপ করা হয়েছে। আজকের নারীরা পর্দাকে অবরোধ মনে করে বসে আছে। অথচ ইসলাম নারীকে শৃঙ্খলিত করে নি। পর্দার মাধ্যমে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। তাকে বলেছে সংযত হতে, নিজেকে খোলা-খুলিভাবে প্রকাশ না করতে। শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে প্রয়োজনে নারীরা গৃহের বাইরের কাজও আঞ্জাম দিতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একজন নারী সাহাবী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে নিজের বাগানের খেজুর সংগ্রহ করার অনুমতি চাইলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি প্রদান করেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন,

আমার খালা তালাক প্রাপ্তা হলে নিজেদের খেজুর বাগানে গিয়ে খেজুর সংগ্রহ করার ইচ্ছা করেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বের হতে নিষেধ করে। ফলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হ্যাঁ তুমি তোমার খেজুর সংগ্রহ করতে পার। আশা করি তুমি সদকাহ করবে অথবা সৎ কাজ করবে’। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১৪৮৩)

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বাহিরে গিয়ে কাজ করার অনুমতি দিলেন। সাথে সাথে তাকে মানবতার স্বার্থে কল্যাণকর কাজ করার ব্যাপারেও উৎসাহ প্রদান করলেন। এর তাৎপর্য হলো, ইসলামী শরীয়তে নারী সমাজকেও মানবতার সেবা

ও কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত দেখতে চায়। কিন্তু তাতে যেন সীমালঙ্ঘন না হয় সে ব্যাপারেও ইসলামের সতর্ক বার্তা রয়েছে।

হযরত আবু বকর রাযি. এর কন্যা আসমা রাযি. বলেন,

যখন যুবায়ের রাযি. আমাকে বিবাহ করেন, তখন তার না ছিল সম্পত্তি, না ছিল চাকর-বাকর। একটা উট আর একটা ঘোড়াই ছিল তার সম্বল। ঘোড়াটাকে আমি ঘাস-পানি খাওয়াতাম। সাথে সেলাই ও গম ভাঙ্গার কাজও করতাম। আমি রুটি তৈরি করতে জানতাম না, আমার কয়েকজন ভাল আনসার প্রতিবেশী মহিলা আমাকে রুটি বানিয়ে দিতেন। কিছুদিন পরে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়ের রাযি. কে একখণ্ড জমি দান করেন। সে জমি থেকে আমি শুকনো খেজুরের বীচি সংগ্রহ করে মাথায় বহন করে আনতাম। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২২৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর স্ত্রী নিজে ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রি করে ঘর-সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,

আমি একজন কারিগর মেয়েলোক। আমি তৈরি করা দ্রব্যাদি বিক্রি করি। এছাড়া আমার ও আমার স্বামীর এবং আমার সন্তানদের জীবিকার অন্য কোনো উপায় নেই। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'এভাবে উপার্জন করে তুমি তোমার সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছো। এতে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।' (মুসনাদে আহমদ; হা.নং ১৬১৩০, ১৬০৮৬)

ফিকহী বিশ্বকোষ আলমাউসূআতুল ফিকহিয়্যায় বলা হয়েছে,

ইসলাম নারীদেরকে কর্মসংস্থান গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। তার জন্য ক্রয় বিক্রয় ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগসহ যাবতীয় লেনদেনে অংশগ্রহণ করার অনুমতি আছে। যাবত সে এ জাতীয় কারবারে অংশগ্রহণ করে শরঈ বিধান ও আচরণ বিধির ব্যাপারে যতœবান থাকবে ততক্ষণ তাকে এ থেকে নিবৃত্ত করার অধিকার কারো নেই। (আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়াইতিয়্যাহ ৭/৮২)

উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত নারী সমাজকে মানবতার সেবা ও কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। উপার্জনের জন্য কাজ করা এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সেজন্য গৃহের বাইরে যাওয়া নারীদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। তবে তাতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলমেশা ও বন্ধুত্ব সখ্যতা করে ইসলামী বিধান লঙ্ঘন করা সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ।

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন,

যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোন পন্থা না থাকে, তবে সাজ-সজ্জা ছাড়া পর্দার সাথে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশে বের হওয়াও নারীদের প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার অন্তর্ভূক্ত। তবে শর্ত হলো সৌন্দর্য প্রকাশার্থে বের না হওয়া, বরং বোরকা বা জিলবাব তথা বড় চাদর গায়ে দিয়ে বের হওয়া। (তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৭/১৩)

আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুওয়াইতিয়্যাহ নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে,

নারীরা ৩টি শর্তে নিজ গৃহের বাইরে চাকুরি বা কাজ করতে যেতে পারবে,

(১) ألا يكون العمل معصية (২) ألا يكون عملها مما يكون فيه خلوة بأجنبي (৩) ألا تخرج لعملها متبرجة متزينة بما يثير الفتنة

অর্থ : (১) কাজটি গুনাহের না হওয়া (২) নারীর কাজটি এমন স্থানে না হওয়া যেখানে পরপুরুষের সাথে একত্রে কাজ করতে হয় (৩) কাজের জন্য এমন সাজসজ্জা সহকারে বের না হওয়া, যা ফিতনা-ফ্যাসাদের দিকে প্ররোচিত করে। (আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুওয়াইতিয়্যাহ ৭/৮৩-৮৪)

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ. বলেন,

নারীর ভরণ-পোষণ স্বামীর দায়িত্বে। কিন্তু কোনো নারীর যদি উপার্জনে সক্ষম অভিভাবক না থাকে তাহলে নিরুপায় অবস্থায় অর্থ উপার্জনের জন্য তার কর্ম বা চাকুরি করার অনুমতি আছে। তবে এ জন্য শর্ত হল, তার ভাবগাম্ভীর্যতা এবং অনুকূল পরিবেশ

ও পর্দার ব্যবস্থা থাকতে হবে। পরপুরুষের সঙ্গে একত্রে দায়িত্ব পালন করা জায়েয নেই। (আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৬/৩৮)

বস্তুত ইসলামী আইনে নারী জীবনের প্রতিটি ধাপে তার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তার প্রতি যতœশীল করে তোলা হয়েছে বাবা ভাই স্বামী ও ছেলেকে। এ যতœ ও সচেতনতাকে করা হয়েছে পরকালীন মুক্তির অবলম্বন। তাই এখানে নারী খুঁজে পায় মুক্তির তৃপ্তি, শান্তিময় জীবনের স্বাদ। আর যদি এদের কেউ না থাকে তাহলে এ সকল নারীর ব্যয় নির্বাহ করা হবে সরকারী কোষাগার তথা বাইতুল মাল থেকে। নারীর সার্বিক দিক বিবেচনা করেই পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে নির্দেশনা এসেছে

তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো। আর জাহেলী যুগের মেয়েদের মতো রূপ প্রদর্শন করে ঘুরে বেড়িও না। ('সূরা আহযাব'- ৩৩)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন নারীদের উদ্দেশে বলেন,

নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য প্রয়োজনে বাহিরে বের হওয়ার অনুমতি আছে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৪৭৯৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৫৭৯৬)

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিক্ষা লাভে অগ্রসর হতে পারে, তেমনি কৃষি ও ব্যবসার কাজে পরোক্ষ অংশগ্রহণ করারও সম্পূর্ণ অধিকার রাখে। জীবিকার জন্য বিভিন্ন কাজ-কারবার, শিল্প-কারখানা স্থাপন, পরিচালনা বা তাতে কাজ করারও অধিকার রয়েছে নারীদের। সেই সঙ্গে সমাজ ও জাতির কল্যাণমূলক বহুবিধ সামষ্টিক কাজ আঞ্জাম দেওয়াও তাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, নারীদের এসব কাজে নেমে যেতে হবে এবং এসব করা তাদের জন্য একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। নারীরা এসব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুক, ইসলামে তা কাম্য নয়। তবে পরিবার বা সমাজে এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যার কারণে নারীদেরও কর্মসংস্থানের প্রয়োজন পড়ে। তখন যথাসাধ্য শরঈ বিধান পালন সাপেক্ষে নারীদের জন্যও কর্মসংস্থানের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। এমনকি নারীরা যদি দায়িত্ব ও কর্তব্যের বাইরে গিয়ে কর্মসংস্থান করতে আগ্রহ বোধ করে, তবে পিতা বা স্বামীর অনুমোদন এবং শরঈ বিধান পালন

সাপেক্ষে তারও অনুমতি রয়েছে। সে ক্ষেত্রে কাউকে নিরুৎসাহিত করাও রীতি নয়। তবে তাদের আলাদা কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করতে হবে, এটাই ইসলামের দাবি। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর স্ত্রী নিজ ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রি করে ঘর-সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, 'আমি একজন কারিগর মেয়ে। আমি আমার তৈরি করা দ্রব্যাদি বিক্রি করি। এ ছাড়া আমার ও আমার স্বামীর এবং আমার সন্তানদের জীবিকার অন্য কোনো উপায় নেই।' রাসুল (সা.) বললেন, 'এভাবে উপার্জন করে তুমি তোমার সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছ। এতে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।' (মুসনাদে আহমদ : ১৬১৩০, ১৬০৮৬)।

নানাবিধ কারণে বর্তমানে নারীর উপার্জন বিষয়ে প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক চলছে। অতি রক্ষণশীলরা নারীদের উপাজর্নের বিষয়টি এখনও মেনে নিতে পারেননি।

অবশ্য মধ্যপন্থীদের অভিমত হলো, নারী তার স্বকীয়তা, আলাদা বৈশিষ্ট্য ও মান-সম্মান বজায় রেখে আয় উপার্জনের পথ বেছে নিতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ তারা নবী (সা.)-এর আমলের বেশ কয়েকজন মহিলা সাহাবির কথা উল্লেখ করেন।

ওই সাহাবিরা মদিনার বাজারে বিভিন্ন ব্যবসা করত এমনকি অনেকে কৃষি কাজও করেছেন। সেসব অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ।

একটি উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের গার্মেন্টস কারখানাসহ অন্যান্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পুরুষের পাশাপাশি চল্লিশ লক্ষাধিক নারী কাজ করেন।

এই কর্মজীবী নারীদের উপার্জন সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে এটা অনস্বীকার্য।

ইসলাম সর্বদা নারীদের শালীন পরিবেশে শিক্ষা, কাজ ও চলাফেরার কথা বলে। শরিয়ত নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যে থেকে নারীরা অবশ্যই শিক্ষা অর্জনসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইসলাম কোথাও নারীকে বন্দি করে রাখার কথা

বলেনি। ইসলাম নারী শিক্ষার প্রতি যেমন গুরুত্বারোপ করেছে তেমনি নারী-পুরুষের ভোটাধিকারেও কোনো ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। এমনকি ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে কাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকারও প্রদান করেছে।

কোরআনে কারিমের সূরা বাকারার ১৮৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি ব্যবসাকে হালাল করেছি এবং সুদকে হারাম করেছি। '

এই আয়াতে ব্যবসা হালাল হওয়া এবং সুদ হারাম হওয়া নারী-পুরুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। একজন পুরুষ হালাল পন্থায় যেসব ব্যবসা করতে পারবে। নারীও সে ধরনের ব্যবসা করতে পারবে। সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত হোক। সে তার অর্জিত সম্পদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী। সে কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই তার সম্পত্তির ব্যাপারে সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, যা একজন পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য।

কোরআন ও হাদিসের কোনো স্থানে নারীর কাজকর্মের ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ আরোপিত হয়নি। শুধু দু'টি বিষয়ের প্রতি সঙ্গত কারণে নির্দেশ দিয়েছে। শর্ত দু'টি হলো প্রথমত, ব্যবসা হতে হবে হালাল পদ্ধতিতে ও শরিয়ত নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে। দ্বিতীয়ত, পর্দা রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া ইসলাম নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী কোনো পেশায় নিয়োজিত হতেও নিষেধ করেছে।

এ ছাড়া শরিয়ত অনুমোদিত সব ব্যবসা বা কাজ করার অনুমতি দিয়েছে ইসলাম। এখানে ভুল বোঝাবুঝির কোনো অবকাশ নেই। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো, ইসলাম কিন্তু নারীদের কোনো আয়-রোজগারের দায়িত্ব দেয়নি। দেয়নি পরিবার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের কর্তব্য। ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় গোটা পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের দায়িত্ব একমাত্র পুরুষের।

ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থায় নারীর আয়ের অনেক উৎস ও মাধ্যম থাকলেও ব্যয়ের বাধ্যতামূলক কোনো খাত নেই। ইসলাম নারীর ওপর অর্থনৈতিক কোনো দায়-দায়িত্ব চাপায়নি। পরিবারের যাবতীয় আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহন করা পুরুষের ওপর অর্পিত হয়েছে। সেহেতু নারীকে তার জীবিকার জন্য চাকরি করার প্রয়োজন নেই, সেহেতু

নারীর চাকরি তার ইচ্ছাধীন। তবে পুরুষের উপার্জত যদি সংসার চালানোর জন্য যথেষ্ট না হয় এবং প্রকৃত অভাবের সময়, সঙ্কটকালে উভয়েরই চাকরি করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে চাকরির বিষয়ে নারীর স্বাধীনতা রয়েছে। ইচ্ছা করলে সে চাকরি করতে পারে, ইচ্ছা করলে নাও করতে পারে। কেউ জোর করে তার ঘাড়ে চাকরির বোঝা চাপিয়ে দিতে পারে না। এমনকি তার উপার্জিত অর্থ-সম্পদও কেউ নিতে পারবে না। তার জমা-খরচে কেউ খবরদারি ও নজরদারি করতে পারবে না। উপার্জনকারী নারী তার ইচ্ছামতো খরচের অধিকার রাখে। এটাই ইসলামের বিধান।

মানবিক প্রয়োজন,যার জন্য বের না হলেই নয়।যেমন মাহরাম না থাকাবস্থায় খাবার দাবার ও পোষাক ইত্যাদি ক্রয় বা চিকিৎসা কিংবা মাহরাম আত্মীয় স্বজনকে দেখা ইত্যাদির জন্য বাহিরে যাওয়া।সুতরাং বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাহিরে না যাওয়াতে ফরয বিধান পালন হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে-মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।(সূরা আহযাব-৩৩)

দ্বীন প্রচারে নারীর ভূমিকা

ইসলাম প্রচারে পুরুষদের যেমন ভূমিকা আছে, তেমনি নারীদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। দ্বীনের প্রচার-প্রসারে নারীদের যথাযথ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে মানবজীবনে পূর্ণ দ্বীন বাস্তবায়ন সম্ভব। ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান-আমল ও ইবাদতে নারী-পুরুষের মর্যাদাগত কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য আছে বলে মনে করাও অজ্ঞতা। ইসলাম সুস্পষ্ট

ভাষায় ঘোষণা করেছে, মর্যাদা-লাঞ্ছনা ও মহত্ত্ব-নীচুতার মাপকাঠি হচ্ছে- তাকওয়া তথা পরহেজগারি এবং নৈতিক চরিত্র। তাকওয়া ও চরিত্রের মাপকাঠিতে যে যতটা খাঁটি প্রমাণিত হবে আল্লাহর কাছে সে ততটাই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে। এমনকি সভ্যতা বিকাশে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। এই পৃথিবীতে পারিবারিক বন্ধন, বংশবৃদ্ধির ক্রমধারা অব্যাহত রাখা, মানবীয় গুণাবলির সম্মিলন ঘটানো, সর্বোপরি জীবনকে সুন্দর ও পূর্ণাঙ্গরূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে নারী-পুরুষ উভয়ের সমান অংশীদারত্ব রয়েছে।

বিশ্ববাসীর শান্তির বার্তাবাহক সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আমাদের প্রিয় নবীজী সা:-এর সাহাবিদের মধ্যে পুরুষদের পাশাপাশি নারী সাহাবিও ছিলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর জীবন এক মহিমান্বিত জীবন। দ্বীন ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে যেসব নারী জীবনের মায়া ত্যাগ করে সোনালি ইতিহাস গড়ে গেছেন, তাদের অনুসৃত পথেই বর্তমানে নারীদের চলতে হবে। সে পথে চলার জন্য সম্মিলিতভাবে সব নারীকে আহ্বান করতে হবে। তা হলেই নারী জীবনে পূর্ণতা আসবে। তাই নারীদের প্রধানতম কর্তব্য হলো সমাজের বিভিন্ন মহলের নারীদের কাছে ইসলামে অমিয় বাণী পৌঁছানো, দ্বীনের আলো ছড়ানো। সুতরাং পুণ্যের কাজে প্রতিযোগিতা করে যারা এগিয়ে যাবে,

আল্লাহ তাদের পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে বলেন,

سَا بِقُوٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ الْاَ رْضِ ۙ

'তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সে জান্নাত লাভের প্রয়াসে, যা প্রশস্ততায় আকাশ ও জমিনের মতো।' (সূরা হাদিদ-২১)

ইতিহাস সাক্ষী, বহু নারী আল্লাহর রাস্তায় মেহনতের মাধ্যমে অলঙ্কৃত করে গেছেন এই দ্বীনকে। যুগ শ্রেষ্ঠ সেই নারীদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। প্রত্যেক সচেতন নারীকে ভাবতে হবে, শান্তির বাণী প্রচারের জন্য দাওয়াতের চিন্তাও করতে হবে। কিভাবে, কোন পথে ছোট-বড়, ধনী-গরিব, ফকির-মিসকিন, অহঙ্কারী-বদমেজাজি ও বিশেষ করে দ্বীনের প্রতি উদাসীন মা-বোনদের কর্ণকুহরে শাশ্বত ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো যায়।

ইসলামের পথে সে তার চিন্তাচেতনা, বুদ্ধি-বিবেক, জানমাল ও সময়কে ব্যয় করার ফিকিরও করা লাগবে। কিভাবে পরিবারের সব সদস্যের মধ্যে দ্বীনী পরিবেশ তৈরি করা যায় সে জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

নারীদের ছোট ছোট প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠতে পারে একটি সুন্দর সোনালি সমাজব্যবস্থা। নারী কোনো অবহেলার পাত্র নয়, নারীকে অবলাও মনে করে না ইসলাম; বরং ইসলাম বলে, হে নারী সম্প্রদায়, জেনে রাখুন একজন নারীর ভেতর অশেষ মর্যাদা ও ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। এই মর্যাদার দরুন নারীরাই পারে ইসলামের শিক্ষায় সুন্দর শিক্ষিত ও আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে। একজন আদর্শবান মা পারে আদর্শবান সন্তান তৈরি করতে।

এটি ঠিক যে, নারীদের জন্য দাওয়াতি আমল শুরু করা খুব সহজ নয়। তবে শুরু করলে সফলতা আসবে। আপনাকে হতাশ হলে চলবে না। নিজেকে অক্ষম মনে করা যাবে না। বারবার তার দুয়ারে কড়া নাড়তে হবে। এক সময় সে সাড়া দেবেই। এরপর সেও কড়া নাড়বে আরেকজনের দুয়ারে। এমনিভাবেই একের পর এক জয়যাত্রা এগিয়ে যাবে বিশ্বময় প্রতিটি মানুষের হৃদয় দুয়ারে। আর দুনিয়ায় বইবে জান্নাতের সুবাতাস, শুধু নারীদের কল্যাণে।

ইতিহাস সাক্ষী, যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী জাতি নানাভাবে উপেক্ষিত, নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে। পুরুষরা নারীকে বাদ দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ও বাস্তবায়ন করেছে। চাই সমাজে শান্তি আসুক বা না আসুক। কিন্তু ইসলাম সম্পূর্ণ এর বিপরীত। ইসলামই একমাত্র জীবন ব্যবস্থা যা কি না পুরুষের সাথে সব কাজেই নারীকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আল্লাহ বলেন,

‘মুমিন ও মুমিনা একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজে বাধা দেয়।’ (সূরা আত তওবা-৭১)

সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই সামাজিক বিষয়ের সাথে সাথে অর্থনৈতিক বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণে এমনভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, যেন শুরু করার আগেই শেষ না হয়ে

যায়। ইসলামী শরিয়তের আলোকে নারীদের ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা ও মূল্যবোধ রক্ষা তাদের মাতৃত্বমূলক দায়িত্বে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে দেশ ও জাতির অগ্রগতি এবং উন্নতির লক্ষ্যে নারীদের জন্য আলাদা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে মানবিক বিপর্যয় ঘটবে। ভেঙে যাবে পারিবারিক সম্পর্ক ও স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন। যার বাস্তব চিত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থায় দেখতে পাচ্ছি।

ইসলামের ইতিহাসে নবী পরিবারের নারীরাও বিভিন্ন সমাজসেবা ও দেশসেবার কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। রোগীর সেবা-শুশ্রুষা ও যুদ্ধাহতদের পরিচর্যায় তারা অনবদ্য, অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। নারীকে গৃহাভ্যন্তরে আটকিয়ে না রেখে ও ইসলামকে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে ঠেলে দিয়ে জীবন জীবিকাকে অভিশপ্ত না করে সবার অধিকার রক্ষায় এবং চির শাশ্বত কল্যাণমুখী কার্যকর ভূমিকায় নারীদেরকেও অংশগ্রহণ করতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা।

নারীর কর্মসংস্থান : বিশিষ্টজনের দৃষ্টিভঙ্গি

ক্ষেত্র বিশেষে শরয়ী আইন পরিপালন সাপেক্ষ ইসলামী আইনে নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হলেও তা ইসলামী শরীয়তের রুচির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু জাগতিকভাবে খ্যতির শীর্ষে আরোহণকারী বিশিষ্টজনেরাও নারী কর্মসংস্থানের ব্যাপারটিকে ভাল চোখে দেখেন না। আমরা নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য তুলে ধরছি।

১. মুসলিম রমণীদের লক্ষ্য করে কবি ইকবাল বলেন,

তোমাদের স্থান কিন্তু হৈ-হাঙ্গামায় তাড়িত মাঠ প্রান্তর নয়। কল-কারখানা তোমার নির্বাস নয়। তুমি যদি পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবিকার সন্ধানে লেগে যাও তাহলে জাতির সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা হয়ে যাবে। মানবতার প্রতি অবিচার হয়ে যাবে। 'হে নারী তোমার সৌভাগ্য তো এখানে, তুমি নবী নন্দিনী ফাতিমার পথে চলবে। স্বামীর ঘর আবাদ করবে। স্বামীকেই বানাবে চাওয়া-পাওয়ার লক্ষবিন্দু। স্বামীর ঘরে বসে এমন

সন্তান গড়ে তুলবে, যারা মুসলমানদের দুর্দিনের কান্ডারী হবে। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য জীবন বিলিয়ে দিবে অকুন্ঠ চিত্তে। এখন ইসলাম বড় অসহায়। ইসলামের জন্য কিছু হাসান-হোসাইন রাযি. প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজন পূরণ করতে পারে কেবল মুসলিম জননীরা।'

২. বিশিষ্ট ও বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক সোলসায়মন রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখেন,

নারীর নারীই থাকা উচিত। হ্যাঁ, অবশ্যই নারীকে নারীই থাকতে হবে। তাতেই তাদের কল্যাণ এবং এই একমাত্র বৈশিষ্ট্যই তাদের কল্যাণের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। প্রকৃতির এটাই বিধান এবং এভাবেই প্রকৃতি তাদের পথের নির্দেশ দিয়েছে। তাই তারা যতখানি প্রকৃতির সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে চলবে, ততখানি তাদের সাফল্য ও মর্যাদা সুস্পষ্ট ভাবে বেড়ে চলবে। আর যতই তারা প্রকৃতির ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে থাকবে, ততই বিপদ বেড়ে যাবে। কোন কোন দার্শনিক মানব জীবনে পবিত্রতার বালাই রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। আমি বলছি, মানব জীবনে মনোমুগ্ধকর পবিত্রতার ব্যাপক অস্তিত্ব বিরাজমান। হ্যাঁ, তা শুধু তখনই দেখা দিতে পারে যখন নর ও নারী নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ থাকবে এবং তা একনিষ্ঠভাবে সম্পাদন করে চলবে।' অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে নারী স্বীয় গৃহ ছেড়ে বাইরের কাজে মত্ত হতে চায়, সন্দেহ নেই যে, সে পুর্ণাঙ্গ কর্মী হিসেবেই দায়িত্ব সম্পাদন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে তখন আর নারী থাকেনা।

৩. খ্যাতিমান লেখক অধ্যাপক জিওম ফ্রেয়ারো বলেন,

যেসব নারী সমাজ জীবনের মূল ভিত্তি দাম্পত্য জীবনের প্রতি তীব্র ঘৃণা রাখছে, স্রষ্টা যে জন্য তাদের সৃষ্টি করেছেন আর যে প্রয়োজনে তাদের এ ধরণের দৈহিক ও মানসিক রূপদান করেছেন, তারা তাকেই বেমালুম ভুলে গেছে। তাদের মেজাজে স্রষ্টার দেয়া সেই বৈশিষ্ট্য আর অবশিষ্ট নেই, যা সেই বয়সের নারীদের ভিতরে স¦ভাবত পাওয়া যায়। তারা আজ এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে, যাদের 'নপুংসক' ছাড়া আর কিছুই

বলা চলে না। বস্তুত তাদের পুরুষ বলবার যেরূপ জো নেই, তেমনি নারী বলবার ও সাধ্য থাকেনা। উপরন্তু, তারা উভয় প্রকৃতির সংমিশ্রণে তৃতীয় এক আজব জীব হয়ে পড়েছে। পুরুষ হওয়া তো তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা এজন্য যে, প্রকৃতি তাদের দেহ ও মন এরূপে গড়ে ফেলেছে, যার সংশোধন তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। আর নারী ও এজন্য থাকছে না যে, তাদের কাজ কর্ম, হাবভাব ও চালচলন সবই পুরুষের, নারীর গন্ধ ও তাতে নেই।

৪. বিশিষ্ট দার্শনিক প্রুধোঁ বলেন,

প্রকৃতির বিধানই নারীকে মানবের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্মুক্ত ময়দানে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। সে শিক্ষার দুর্গম পথ অতিক্রম করতে চায়, কিন্তু শিক্ষা তাকে সহায়তা করতে নারাজ। তাই তাদের বর্তমান পদক্ষেপের ভয়াবহ পরিণতির আশংকায় আমরা দিন গুনছি। মানব সভ্যতার ইতিহাসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাদের কোনই অবস্থান নেই। নারীদের কোনোরূপ সহযোগিতা না নিয়েই মানব জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলছে। পরিষ্কার ভাষায় বলা চলে, একমাত্র পুরুষ জাতিই গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। সেগুলোকে তারা যুগে যুগে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে চলছে। সে সবের যথাযোগ্য প্রয়োগ তাদেরই হাতে হচ্ছে। তার থেকে শুভাশুভ ফল যা কিছু তারা উৎপাদন করছে, তার থেকেই তারা নারীদের ভরণ পোষণ ও সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করে চলছে।

৫. দার্শনিক অগাস্ট কোঁতে বলেন,

পুরুষের ক্ষেত্রে নারীদের চর্চার ফলে ভয়াবহ পরিণাম ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে চলছে। এর প্রতিকার হচ্ছে, পুরুষের ব্যাপারে স্ত্রী জাতির স্বাভাবিক যে বৈষয়িক দায়িত্ব রয়েছে, তা বিশেষভাবে সীমিত ও নির্দিষ্ট করে দেয়া।

৬. উনিশ শতকের খ্যাতনামা মনীষী স্যামুয়েল স্মাইলস বলেন,

প্রাচীন রোমকদের দৃষ্টিতে শালীন মেয়েদের সবচেয়ে প্রশংসনীয় উঁচুস্তরের কাজ হচ্ছে ঘরকন্না চালানো এবং বাইরের টানা হেঁচড়া থেকে মুক্ত থাকা। আমাদের এ যুগেও বলা হয়, নারীদের ভূগোল শিক্ষা এ জন্য অপরিহার্য যে, তারা নিজ নিজ ঘরের দরজা জানালা গুলো যথাযথ স্থানে বসাবার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হবে। রসায়ন শিক্ষা তাদের এ জন্য শেখা দরকার যে, হাঁড়ির রান্নার সামগ্রি উথলে উঠলে যেন যথা সময়ে সামলে নিতে পারে। লর্ড বায়রণ নারীর প্রতি অতি মাত্রায় আসক্ত হয়েও অভিমত পেশ করেছেন- মেয়েদের লাইব্রেরীতে ধর্মগ্রন্থ ও পাকপ্রণালী ছাড়া আর কোন বই থাকা অনুচিৎ।

এ জাতীয় অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক থিউরি রয়েছে যা নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতারই প্রকৃষ্ট বার্তা বহণ করে। সুতরাং এসব কুরআনের বাণী, বৈজ্ঞানিক থিউরী ও প্রাকৃতিক বিধি থেকে প্রতীয়মান হয়, নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক ও অভিন্ন না হয়ে ভিন্ন হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। উপরন্ত, নারীর উন্নতির একমাত্র ক্ষেত্রফল হলো তার সংসার। সংসারেই নারীর নারীত্ব যথারূপে বিকশিত হয়। কিন্তু আজকের নারী সমাজ এসব থিউরিতে আগ্রহবোধ করছে না। তারা আজ সংকীর্ণ বুদ্ধি বিবেচনায় তাড়িত হয়ে নীতিবিরুদ্ধ অধিকারের কথা বলে। নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র অভিন্ন হবার যুক্তিহীন দাবী তোলে। এক্ষেত্রে মূলত পুরুষ নামের কিছু স্বার্থান্ধ মহল নারীত্ব প্রচারের উপাদান যোগায়। নারীকে তারা প্রগতির ব্যানারে স্বনির্ভরতার লোভ দেখায়। এক্ষেত্রে প্রধানতম দুটি স্বার্থকে সামনে রেখে তারা নারীবাদ প্রচারে ভূমিকা রাখছে। ১। স্বভাবজাত প্রবৃত্তিগত চাহিদা পূরণে সার্বক্ষণিকভাবে নারীত্বের নৈকট্য প্রয়োজন। ২। স্ত্রী, মা, বোন, মেয়েদের ব্যয় নির্বাহের মত ঘাম ঝরানো বন্দিশালা থেকে অবমুক্তি প্রয়োজন। এ দুটি স্বার্থ উদ্ধারে তাদের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ালো নারীকে গৃহ ত্যাগে আগ্রহী করে তোলা। কিন্তু আবহমান কালের সংসারী নারীকে গৃহবিমুখ করা একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই তারা হ্যামেলিনের বাঁশিওয়ালার মত নারী প্রগতি, নারী স্বাধীনতা এবং নারী অধিকারের বাশি বাজিয়ে নারীদেরকে দলে দলে ঘরের বাহিরে নিয়ে এলো। সহজ-সরল, আত্মভোলা নারীরা পুরুষের পাতা ফাঁদে আটকে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে নারীরা

আজ অবধি সেই পাতা ফাঁদ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। প্রগতির মূলো দেখিয়ে তারা নারীদেরকে ঘর থেকে টেনে বের করে আনল। তাদেরকে ঠেলে দিল ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক দুর্গম পথে। মেয়েকে পৃ্থক করে দিল পিতা থেকে, বোনকে ভাই থেকে, স্ত্রীকে স্বামী থেকে, মাকে ছেলে থেকে। সেই সাথে সংসারের সুখ-শান্তি, মায়া-মমতার অপমৃত্যু ঘটল করুনভাবে। শারীরিক এবং মানসিকভাবে তুলনামূলক দুর্বল নারীদের পক্ষে ঘরে বাহিরÑ দুটো জগতকে সামাল দেয়া কি করে সম্ভব হবে? এক দিকে সাংসারিক দায়িত্ব অপর দিকে গৃহবহির্ভূত পুরুষের ন্যায় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি।

নারীর সুরক্ষা ইসলামের দুর্গে

একটি খাছ মজলিসে প্রসঙ্গক্রমে আদীব হুযূর (হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দামাত বারাকাতুহুম) বলেন, নারী-অধিকার ও নারী মুক্তির কথা বেশ জোরে শোরে বলা হয়। বিষয়টি গুরুতর, কোন সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্যসভ্যতার চমকধাঁধায় বিভ্রান্ত লোকেরা মনে করে, নারী- নির্যাতনের কারণ হলো নারীর অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা এবং ক্ষমতার অভাব। তাই নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে হবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন করতে হবে। পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতা এ পথে নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, তাতে এমন হাজারো সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যে, সমাজবিজ্ঞানী ও চিন্তানায়কগণ দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। এই সেদিন, মাসখানেকও হবে না, লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে পোপ নিজে আক্ষেপ করে বলেছেন, ‘আমাদের খৃস্টান- বিশ্বের পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে।’

স্বাবলম্বিতা যে নারী-মুক্তির কোন উপায় নয়, এটা পানির মত সহজ বিষয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা হয়ে দাঁড়ায় নারীকে শোষণ করার আরেকটি ফাঁদ। সিংহভাগ ক্ষেত্রে এই উপার্জনই নারীর জন্য নতুন সমস্যা ডেকে আনে। নারী উপার্জন করে, প্রায় সিংহভাগ ভোগ করে পুরুষ। আর নারীর ক্ষমতায়ন? এটা অবাস্তব কথা। দুর্বল কখনো ক্ষমতাবান হয় না। প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহ যাকে দুর্বল করে বানিয়েছেন, কীভাবে সে ক্ষমতাবান

হবে? তার হাতে যত ক্ষমতাই আসুক কীভাবে সে তা প্রয়োগ করবে? আল্লাহ যাকে প্রকৃতিগতভাবে শক্তিশালী করে বানিয়েছেন সেকি এই ক্ষমতা প্রয়োগ মেনে নেবে? না বিরোধ ও সঙ্ঘাত দেখা দেবে? ঠান্ডামাথায় চিন্তা করা দরকার, নারীর প্রতি, পরিবারের প্রতি, সন্তানসন্ততির প্রতি, সমাজ-সংসারের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বিষয়টি বোঝা দরকার। এখানে আবেগতাড়িত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ নেই। কারণ নারী দুর্বল এবং সুন্দর, পুরুষ শক্তিশালী এবং রুক্ষ-অসুন্দর। এমন কোন ব্যবস্থা থাকতে হবে যা নারীর দুর্বলতা ও সৌন্দর্যকে সুরক্ষা দান করতে পারে, পক্ষান্তরে পুরুষের শক্তি ও রুক্ষতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এটা সম্ভব শুধু এবং শুধু ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে।

একথাগুলো মনে পড়লো আজকের পত্রিকা পড়ার সময়। কী লোমহর্ষক, কী নিষ্ঠুর, কী পাশবিক ঘটনা! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, পাড়া গাঁয়ের অশিক্ষিতা-অবলা কোন নারী নয়! রীতিমত ক্ষমতাবতী একজন নারী! দিনের পর দিন অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। সমাজ জানতে পেরেছে চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা ঘটে যাওয়ার পর। একটি পুরুষের হিংস্রতার মুখে তার অসহায়ত্ব দেখো! মাকে, বাবাকে পর্যন্ত কিছু বলেনি। কেন বলেনি? একটা মাত্র হুমকি দিয়েছিলো বিবাহবিচ্ছেদের। পরিণাম?! না হয় বিবাহবিচ্ছেদ। সমাধান তো আসবে না! শান্তি ও স্বস্তির সমাধান! নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তার সমাধান!

নারীর জন্য ইসলামের যে সুরক্ষা, তা না নারী নিজে গ্রহণ করছে, না সমাজ গ্রহণ করছে, আর না দেশের শাসনব্যবস্থা পুরুষের শক্তি, ক্ষমতা ও পশুত্বকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইসলামের দেয়া ব্যবস্থা কার্যকর করছে। এখন কী হবে? মেয়েটি অন্ধ হবে, লোকটিকে জেলে দেয়া হবে, আর ছোট্ট শিশুটি আশ্রয়হীন হবে? কিন্তু ঘটনা থামবে না। পাশ্চাত্যে থামেনি, এখানেও থামবে না। এভাবে সমাধান হবে না। পত্রিকায় তো একটিমাত্র খবর এসেছে। গরীব বস্তির কথা বাদ দাও, পারাগাঁয়ের কথা বাদ দাও। শিক্ষিত সমাজে, অর্থ ও ক্ষমতার বৃত্তে বাসকারী সমাজে কত অসংখ্য নারী এভাবে চরম নিষ্ঠুরতার শিকার হচ্ছে।

ইসলাম নারীসমাজের উপর দ্বিতীয় যে ইহসান করেছে তা এই যে, তাকে তার নিজস্ব পরিমন্ডলে সম্পদ উপার্জনের এবং সঞ্চয়ের অধিকার দান করেছে। মীরাছ ও মোহররূপে যে সম্পদ সে লাভ করবে, নিজের শ্রম দ্বারা যে সম্পদ সে উপার্জন করবে সেগুলোর উপর তার পূর্ণ অধিকার ইসলাম নিশ্চিত করেছে। নারী যতই সম্পদশালী হোক, তার ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের, নারীর নিজের নয়। হাঁ, সচ্ছল নারী যদি স্বামীকে হাদিয়া দেয়, ছাদাকা দেয়, দিতে পারে এবং সে জন্য সে দ্বিগুণ আজর পাবে। যেমন হাদীছ শরীফে এরকম মযমূন এসেছে-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্ত্রী হযরত যায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা তার স্বামী ও কয়েকজন ইয়াতিমের জন্য খরচ করতেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদেরকে সদাকা করতে উৎসাহিত করলেন। তখন যায়নাব রা. স্বামীকে বললেন, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমার জন্য ও আমার তত্ত্বাবধানে থাকা ইয়াতীম শিশুদের জন্য যে খরচ করে থাকি তা ঐ সদাকার মধ্যে গণ্য হবে কি না। তিনি বললেন, আমার লজ্জা করে, তুমিই গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।

হযরত যায়নাব দরবারে নববীর দুয়ারে হাযির হলেন। দেখা গেলো, আরো কতিপয় নারী একই উদ্দেশ্যে সেখানে একত্র হয়েছে। এর পর তারা সকলে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাধ্যমে বিষয়টি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উত্থাপন করলেন, আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে পাঠালেন যে, তারা দ্বিগুণ ছাওয়াব পাবে, সাদাকা করার এবং আত্মীয়তা রক্ষা করার। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৪৬৬)

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা তকী উছমানী, আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন, বড় সুন্দর লিখেছেন, 'আশ্চর্য তামাশার বিষয় এই যে, নারী যখন ঘরে বসে স্বামী-সন্তানের সেবা করে, খাবার রান্না করে, ঘরদোর সাজায় তখন সেটা হয় পশ্চাদপদতা ও মৌলবাদিতা, পক্ষান্তরে এই নারী যখন বিমানবালা হয়ে চারশ পুরুষের জন্য ট্রে সাজিয়ে খাবার সরবরাহ করে, আর তাদের লালসা-দৃষ্টির শিকার হয় তখন সেটা হয় সম্মান ও মর্যাদা!' (ইছলাহী মাওয়াইয, পৃ. ১৫৪)

এখানে আমি মুসলিম নারী-সমাজের পক্ষ হতে যথাযোগ্য বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করতে চাই যে, প্রত্যেক জাহিলিয়্যাতের মতো পশ্চিমা জাহিলিয়্যাত ও নারীর প্রতি পশ্চিমা প্রতারণামূলক শোষণ থেকে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায় নিঃসন্দেহে ইসলামেই আছে। তবে তা যদি শুধু বইয়ের পাতায় কিংবা মৌখিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এই শিক্ষার কোনো ফায়েদা চোখে পড়বে না। এর জন্য অপরিহার্য হল, খায়রুল কুরূনের পরিবারগুলোর মতো আমাদের সকল পরিবার নারীর জন্য ঐ ইসলামী শিক্ষার বাস্তব নমুনা হওয়া। আমাদের প্রত্যেক আলিম ও মুবাল্লিগের ঘর যেন অন্যদের জন্য উত্তম আদর্শ হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন দাওয়াত ও ইলমে দ্বীনের ব্যাপক চর্চা এবং মুবাল্লিগ ও মুআল্লিমদের পরিবারে এর যথাযথ বাস্তবায়ন। এই দায়িত্ব পালনের এখন আর কোনো বিকল্প নেই।

আমি আমার সমাজের পক্ষ হতে আবারও বলবো, আল্লাহর নামে, ইসলামের নামে আমাদের কোন শেকায়াত নেই। আল্লাহর কাছে, ইসলামের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। আমাদের পেয়ারা নবী আমাদের অনেক দিয়েছেন, আমাদের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত দিয়েছেন; ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু আজকের মুসলিম সমাজ! আল্লাহর ওয়াস্তে ঘরে আমাদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু নিশ্চিত করুন। আমাদের ত্যাগ ও আত্মত্যাগের মূল্যায়ন করুন। বুঝতে চেষ্টা করুন, নারীও মানুষ; তারও ইচ্ছা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, চাহিদা ও প্রয়োজন আছে। বিশ্বাস করুন, আমাদের ঘরগুলোতে যদি ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা তাদের প্রাপ্য অধিকারসমূহ পেতে থাকেন তখন পৃথিবীর সকল নারী এই সত্যকে নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবে এবং পশ্চিমা সভ্যতার আপাত সৌন্দর্য ও নারীবাদীদের কপট শ্লোগান তাদের প্রতারিত করতে পারবে না। তারা ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে নিজেই নিজের মান-মর্যাদা ও ইযযত-আব্রুর হেফাযত করবে।

নারীদের জন্য পর্দার সাথে ও শরয়ী বিধান অনুসরণ করে ব্যবসা/চাকুরী করার বিধান

ইসলামে নারীদের জন্য পর্দা করা আবশ্যক। সর্বসম্মতিক্রমে এটা একটা ফরজ বিধান।

اِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

অর্থ:আল্লাহ তা'আলা তো কেবল তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে চান। (সূরা আহযাব, ৩৩)

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى

অর্থ:(হে মুমিন মহিলাগণ!) তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং পূর্বের জাহিলী যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বের হবে না। (সূরা আহযাব-৩৩)

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ الخ

অর্থ:হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের বড় চাদরের বিশেষ অংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে (আযাদ মহিলা হিসাবে) চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে কেউ কষ্ট দিবে না। (সূরা আহযাব-৫৯)

فَانْكِحُوْهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ مُحْصَنٰتٍ غَيْرَ مُسٰفِحٰتٍ وَّلَا مُتَّخِذٰتِ اَخْدَانٍ

অর্থ: অতএব, তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর। এমতাবস্থায় যে, তারা সতী-সাধ্বী হবে, ব্যভিচারিণী এবং গোপন বন্ধুত্ব গ্রহণকারিণী হবে না। (সূরা নিসা-২৫)

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِىْ اَخْدَانٍ

অর্থ:তোমাদের জন্য হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান করে বিবি বানিয়ে নাও। যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত না হও এবং গোপনে তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখ অর্থাৎ গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত না হও। (সূরা মায়েদা-৫)

যেসকল কাজে পর্দা নষ্ট হয় সে সকল পদ্ধতিতে উপার্জন করা নারীদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাষ্কর, মর্যাদাহানিকর ও অকাট্যভাবে হারাম।

পর্দার বিধান লঙ্ঘণ করে সহশিক্ষায় পড়া নারীদের জন্য বৈধ নয়। প্রয়োজনে নারীদের জন্য আলাদা কলেজ ও ভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে পারে।

আর নারীদের জন্য মাহরাম ছাড়া সফরের দূরত্বে সফর করা বা থাকা কোনটিই বৈধ নয়।

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ তাআলা এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে এমন কোন মহিলার জন্য জায়েজ নয়, তিন দিন বা এর চেয়ে অধিক দিনের সফর করে অথচ তার সাথে তার পিতা, তার ছেলে, বা তার স্বামী বা তার ভাই কিংবা কোন মাহরাম না থাকে। {সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪২৩}

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [٢٤:٣٠]

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٢٤:٣١]

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্ল াহ তা অবহিত আছেন।ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া

তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুস্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ, ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো আছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। {সূরা নূর-৩০-৩১}

তবে এক্ষেত্রে যেন পর্দা লজ্ঘণ না হয়, সেই সাথে শরয়ী অন্য কোন বিধান লঙ্ঘিত না হয়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

হ্যাঁ, যদি উপার্জনক্ষম কোন মাহরাম আত্মীয় থাকে, বা অভিভাবক থাকে, তাহলে মহিলাদের জন্য ব্যবসা ও চাকরীর জন্য বাহিরে যাওয়া উচিত নয়।

শরয়ী পর্দা ও বিধান অনুসরণ করে মহিলাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরী করাতে কোন নিষেধাজ্ঞা আসেনি। তা'ই শরয়ী কোন কারণ ছাড়া মহিলাদের ব্যবসা করা ও চাকুরী করাকে হারাম বলার সুযোগ নেই।

(-তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/১১৭; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৫৫; আলবাহরুর রায়েক ১/২০০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৮, ফিকহুন নাওয়াযিল ৩/৩৫৯)

তবে যদি পর্দা লজ্ঘণ হয়, পুরুষদের মিলে একসাথে কাজ করতে হয়, সেই সাথে ফিতনার আশংকা হয়, তাহলে জায়েজ নেই।

ولها ان تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيج وصيغ وغزل وخياطة ونحو ذلك إذا لم يفض إلى مالا يجوز شرعا من خلوتها بأجنبى، أو اختلاطها برجال غير محارم اختلاطا تحدث منه فتنة أو يؤدى إلى فوات ما يجب عليها نحو اسرتها دون أن تقيم مقامها من يقوم بالواجب عنها ودون رضاهم (فقه النوازل-359/3

ইসলাম নারীকে উপার্জন করার দায়িত্ব অর্পন করেনি। এটি পুরুষদের কাজ। নারীর যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষদের। আর নারীর দায়িত্ব হচ্ছে আদর্শ পরিবার

ও সংসার রচনা করা। সুতরাং চাকরি বা ব্যবস্যায়ের উদ্দেশ্যে নারী বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে না যা ইতিপূর্বে আমরা সুবিস্তর আলোচনা করেছি।

নারীর প্রধানতম কর্তব্য হলো, তার ঘর সংসারকে পরিচালনা করা, তার পরিবারের সার্বিক দিক লক্ষ্য রাখা, তার সন্তানদের প্রতিপালন পরিচর্যা করে দ্বীনি শিক্ষা দীক্ষাসহ সার্বিকভাবে উপযোগী করে তোলা এবং তার স্বামীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা।

[আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়ইতিয়্যাহ, ৭/৮২]

. অন্যদিকে নারীর খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানসহ ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় ব্যয়, সংসার পরিচালনা ও সন্তান-সন্ততি সহ পারিবারিক এবং সামাজিক অন্যান্য ব্যয়ভার থেকে নারীকে সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে তার উপর কোনো দায়বদ্ধতা নেই। যাবতীয় দায়ভার স্বামী, পিতা, ভাই বা ছেলে সন্তানের উপর আরোপিত হয়েছে।

[আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়ইতিয়্যাহ ৭/৮২]

প্রত্যেক নারী তার স্বামীর গৃহের ব্যাপারে দায়িত্বশীলা। আর কিয়ামতের দিন সে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। [সহীহ বুখারীঃ ৮৯৩]

তবে যদি কোন নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব তার স্বামী বা মাহরাম পুরুষ না নেয় কিংবা অক্ষম হয় অথবা ভরণপোষনের দায়িত্ব নেওয়ার এমন কেউ না থাকে তাহলে প্রয়োজনে সে শরীয়ত সম্মত পন্থায় ও শর্তে হালাল পেশার চাকুরী ও ব্যবসা করতে পারবে।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ رضى الله عنه বলেন-

'আমার খালা তালাক প্রাপ্তা হলে নিজেদের খেজুর বাগানে গিয়ে খেজুর সংগ্রহ করার ইচ্ছা করেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বের হতে নিষেধ করেন। ফলে তিনি নবী ﷺ-এর

কাছে এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, ‘হ্যাঁ তুমি তোমার খেজুর সংগ্রহ করতে পার। আশা করি তুমি সদকাহ করবে অথবা সৎ কাজ করবে’। [সহীহ মুসলিমঃ ১৪৮৩]

হযরত আবু বকর رضی الله عنه এর কন্যা আসমা رضی الله عنه বলেন-

যখন যুবায়ের رضی الله عنه আমাকে বিবাহ করেন, তখন তার না ছিল সম্পত্তি আর না ছিল কোন চাকর-বাকর। একটা উট আর একটা ঘোড়াই ছিল তার সম্বল। ঘোড়াটাকে আমি ঘাস-পানি খাওয়াতাম। সাথে সেলাই ও গম ভাঙ্গার কাজও করতাম। আমি রুটি তৈরি করতে জানতাম না, আমার কয়েকজন ভালো আনসার প্রতিবেশী মহিলা আমাকে রুটি বানিয়ে দিতেন। কিছুদিন পরে রাসূল ﷺ

যুবায়ের رضی الله عنه কে একখণ্ড জমি দান করেন। সে জমি থেকে আমি শুকনো খেজুরের বীচি সংগ্রহ করে মাথায় বহন করে আনতাম। [সহীহ বুখারীঃ ৫২২৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضی الله عنه এর স্ত্রী নিজে ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রি করে ঘর-সংসারের খরচাদি চালাতেন। একদিন তিনি নবী কারীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন,

আমি একজন কারিগর মেয়েলোক। আমি তৈরি করা দ্রব্যাদি বিক্রি করি। এছাড়া আমার ও আমার স্বামীর এবং আমার সন্তানদের জীবিকার অন্য কোনো উপায় নেই।

রাসূলে কারীম ﷺ বললেন, ‘এভাবে উপার্জন করে তুমি তোমার সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছো। এতে তুমি বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে।’ [মুসনাদে আহমাদঃ ১৬১৩০, ১৬০৮৬]

মুফতী মুহাম্মাদ শফী رحمة الله عليه সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন-

'যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান বা অন্য কোন পন্থা না থাকে, তবে সাজ-সজ্জা ছাড়া পর্দার সাথে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও নারীদের প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার অন্তর্ভূক্ত। তবে শর্ত হলো সৌন্দর্য প্রকাশ না

করে বের হওয়া, বরং বোরকা বা জিলবাব তথা বড় চাদর গায়ে দিয়ে বের হওয়া।' [তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ৭/১৩].

মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী رحمة الله عليه বলেন-

নারীর ভরণ-পোষণ স্বামীর দায়িত্বে। কিন্তু কোনো নারীর যদি উপার্জনে সক্ষম অভিভাবক না থাকে তাহলে নিরুপায় অবস্থায় অর্থ উপার্জনের জন্য তার কর্ম বা চাকুরি করার অনুমতি আছে। তবে এ জন্য শর্ত হল, তার ভাবগাম্ভীর্যতা এবং অনুকূল পরিবেশ ও পর্দার ব্যবস্থা থাকতে হবে। পরপুরুষের সঙ্গে একত্রে দায়িত্ব পালন করা জায়েয নেই। [আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল ৬/৩৮]

তবে এই পরিস্থিতিতে নারীর চাকরী বা ব্যবসার ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত মেনে চলতে হবে, নতুবা তা জায়েয হবেনা-

১/ চাকরি বা ব্যবসাটি হালাল হতে হবে এবং তার দৈহিক, মানসিক স্বভাব ও রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। যেমনঃ ডাক্তারি, নার্সিং, শিক্ষা, সেলাই কিংবা এ জাতীয় পেশা হতে হবে।

২/ কর্মক্ষেত্রে পর্দার পরিপূর্ণ পরিবেশ থাকতে হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না।

৩/চাকরির কারণে যাতে পরপুরুষের সঙ্গে সফর করতে না হয়।

৪/ কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়ার পথে যাতে কোন হারাম কাজ করতে না হয়। যেমন, ড্রাইভারের সঙ্গে একাকী যাওয়া, পারফিউম ব্যবহার করা ইত্যাদি।

কেননা নবী ﷺ বলেন-

«أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فيوجد ريحها، فهي زانية، وكل عين زان»

"যে নারী এমন সুগন্ধি ব্যবহার করে বের হয় যার সুঘ্রাণ (আশে পাশে) ছড়ায়, ঐ নারী বেশ্যা!"

[সুনানে নাসায়ী ৮/১৫৩ হাঃ৫১২৬; মুসনাদে আহনাদ ৪/৪০০ , ৪১৩, ৪১৮ হাঃ১৯৫৯৩ (আরনাউত্বের তা'লীক কৃত) ; তিরমিযী (তুহফাতুল আহওয়াযী) ৮/৫৮

হাঃ২৯৩৭; সুনানে আবু দাউদ (আওনুল মা'বুদ) ১১/১৫৩ হাঃ৪১৩৭; সহীহ ইবনু খুযাইমাহ ৩/৯১ হাঃ১৬৮১; সহীহ ইবনু হিব্বান (আরনাউত্বের তা'লীক কৃত) ১০/২৭০ হাঃ৪৪২৪; সুনানে দারেমী ২/৩৬২; মুস্তাদরাকে হাকেম ২/৪৩০ হাঃ৩৪৯৭- হাদিসটির সনদগুলো ক্কউই, হাসান ও জায়্যিদ।]

৫/ নারীর প্রধান কাজ ও দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর খেদমত করা, তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা। যদি চাকরি করতে গিয়ে এসব দায়িত্ব পালনে ব্যাপক অসুবিধা হয় তাহলে তার জন্য চাকরি করা জায়েয হবে না।

[ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ২/৯৮১ ফিকহুন নাওয়াযিল ৩/৩৫৯ ;আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুওয়াইতিয়্যাহ ৭/৮৩-৮৪; তাবয়ীনুল হাকায়েক ৬/১১৭; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৫৫; আলবাহরুর রায়েক ১/২০০; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৮, ফিকহুন নাওয়াযিল ৩/৩৫৯]

{وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} [القصص:,2423] ولها ان تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيج وصيغ وغزل وخياطة ونحو ذلك إذا لم يفض إلى مالا يجوزشرعا من خلوتها بأجنبى، أو اختلاطها برجال غير محارم اختلاطا تحدث منه فتنة أو يؤدى إلى فوات ما يجب عليها نحو اسرتها دون أن تقيم مقامها من يقوم بالواجب عنها ودون رضاهم [فقه النوازل-359/3]

মেয়েদের চাকরি বাকরি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অসম্মানজনক। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ঘরে অবস্থান করতে বলেছেন আর পরিবারের পুরুষদেরকে বলেছেন উপার্জন করতে।আল্লাহ তায়ালা মেয়েদেরকে রানী করে রেখেছেন। রানীদের একান্ত নিজস্ব বিষয় ছাড়া বাহিরের সকল প্রয়োজন, অন্দরমহলে নিজস্ব কাজকর্মের সমস্ত উপকরণের আবশ্যকীয়তা অন্যরা পূরণ করেন। তাদের জন্য আর দশজনের মতো নিজের প্রয়োজনীয় উপার্জন নিজে করা মানায় না। দুঃখজনকভাবে আমাদের পশ্চিমা প্রভাবিত সমাজের অনেক পুরুষের অকর্মণ্যতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা কিংবা মনস্তাত্ত্বিক বৈকল্যের কারণে বাধ্য হয়ে সম্ভ্রান্ত মেয়েরাও নিজেদের সেইফ ও কমফোর্ট জোন

বানানোর জন্য উপার্জনের পথ তৈরী করার দিকে ঝুকছেন। অথচ মেয়েদের সকল প্রয়োজনীয় বস্তু যথাসময়ে সামনে হাজির করার জন্য তার পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বাধ্য।

ফ্রি মিক্সিং পরিবেশ ব্যতীত পর্দা সম্মত হালাল যেকোনো চাকুরী করতে পারবে।তবে অবশ্যই পিতা বা স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষ্যে।বিনা প্রয়োজনে চাকুরীতে না যাওয়াই উত্তম।যদি ফ্রি মিক্সিং চাকুরী করা ব্যতীত খোরাকীর অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকে,তাহলে ইস্তেগফারের সাথে রুখসত হবে।

তাই একান্ত প্রয়োজন না থাকলে সার্বিক বিবেচনায় নারীদের জন্য চাকরি না করাই ইসলামের চাহিদা। আর যদি জীবন চলার মতো জীবিকার ব্যাবস্থা না থাকায় অনন্যোপায় হয়ে চাকরি করতেই হয় তাহলে এমন কোন প্রতিষ্ঠান বা উপার্জনের এমন পদ্ধতি খুঁজতে হবে যেখানে নারীদেরকে পুরুষ মিশ্রিত পরিবেশে কাজ করতে হবেনা এবং সব ধরণের পুরুষ সংশ্লিষ্টতা থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

মহিলাদের জন্য প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার বিধান

প্রয়োজন, অপরাগতা কিংবা ঠেকায় পড়ার পরিস্থিতি ছাড়া সাধারণ অবস্থায় নারীদেরকে ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শরীয়ত তাদের ওপর এমন দায়িত্ব আরোপ করে নি, যার কারণে তাদের ঘরের বাইরে যেতে হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

‘আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহিলিয়াতযুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।’(সূরা আহযাব ৩৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

‘নারী গোপন জিনিস, যখন সে ঘর থেকে বের হয় শয়তান তাকে তাড়া করে। আর সে আল্লাহ তাআলার সবচে’ নিকটতম তখন হয় যখন সে নিজের ঘরের মাঝে লুকিয়ে থাকে।’ (তাবরানী ২৯৭৪)

নারীদের ডাক্তার/নার্স হওয়ার বিধান

পর্দা রক্ষা করা ফরজ।

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

অর্থ : আর তোমরা তাঁর (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। {সূরা আহযাব-৫৩}

বিখ্যাত তাফসীরবিদ ইমাম কুরতুবী রাহ. উক্ত আয়াতের আলোচনায় বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর স্ত্রীদের কাছে কোনো প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে কিছু চাওয়া বা কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দিয়েছেন। সাধারণ নারীরাও উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীরে কুরতুবী ১৪/১৪৬)

অসুস্থ্য মানুষদের সেবা করাও সওয়াবের কাজ। যেহেতু মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তার/ নার্স প্রয়োজন। তাই মহিলাদের জন্য পর্দার বিধান পুরোপুরি ভাবে পালনের শর্তে ডাক্তারী/নার্সিং শিক্ষা অর্জন করা জায়েজ আছে। (কিতাবুন নাওয়াজেল ১৪/২৫৬)

ফাতাওয়া লাজনাতিদ্দায়িমা (আরব বিশ্বের সর্বোচ্চ ফতোয়া কমিটি)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে,

قد تجد الطبيبة حرجا وصعوبات في تغطية وجهها عن غير المحارم أثناء عملها، فهل هذا يعتبر من الضرورة لكشفه؟

মহিলা ডাক্তার/নার্স তার কর্মস্থলে ডিউটি করার সময় পরপুরুষের সামনে চেহারা ঢেকে রাখতে সমস্যা ও কষ্ট হয়। সুতরাং চেহারা খোলা রাখার জন্য এটাকে জরুরত হিসেবে গণ্য করা যাবে কিনা?

তাঁরা উত্তর দিয়েছেন,

يحرم على المرأة كشف وجهها لغير محارمها، وليس هناك ضرورة لكشف الوجه في العمل

নারীর জন্য পরপুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখা হারাম। আর ডিউটি করার সময় প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে চেহারা খুলে রাখার জরুরত বিদ্যমান নেই। (ফাতাওয়া লাজনাতিদ্দায়িমা ১৭/২৭৭)

নারীদের ডাক্তার/ নার্স হওয়া জায়েজ আছে।

তবে পরিপূর্ণ পর্দা মেইনটেইন করতে হবে।

ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করতে হবে।

শুধুমাত্র নারীদের সেবা করতে হবে।

সহকর্মীদের সাথে পর্দা মেইনটেইন করে কথা বলবে,অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে হেফাজতে থাকবে।

কোনো পুরুষের হাত ধরে সেবা দেয়া জায়েজ হবেনা।

পুরুষ এর সামনে হাত মোজা খোলা জায়েজ হবেনা।

ইসলামি স্কলারগন মুসলিম মহিলাদের মেডিকেল পড়াকে ফরযে কিফায়া বলেছেন। অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্যে অবশ্যই কিছু মহিলার এ পেশায় আসা আবশ্যক যেন মহিলা সংক্রান্ত অসুখ-বিসুখ, সিজার, সন্তান ডেলিভারি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদেরকে পর পুরুষ বা অমুসলিমদের শরণাপন্ন না হতে হয়।

সুতরাং সমাজের অর্থশালী ও উদ্যোগী ব্যক্তিদের জন্য মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র মেডিকেল কলেজ/ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা ফরজ- যেন আমাদের দ্বীনদার

বোনেরা পর পুরুষ থেকে আলাদা থেকে নির্বিঘ্নে এ বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করতে পারে।

তবে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না থাকলেও দীনী কিছু বোনেরা পূর্ণ পর্দা ও শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে প্রচলিত সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেডিকেল বা নার্সিং বিষয়ে পড়াশোনা করবেন এবং ভবিষ্যতে মহিলাদের জন্য আলাদা মেডিক্যাল কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

যতদিন পর্যন্ত দেশে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না হচ্ছে ,ততদিন প্রয়োজনের তাগিদে নিম্নোক্ত শর্তাদির সাথে কলেজ-ভার্সিটিতে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

১/শিক্ষা অর্জন দেশ ও মুসলিম জাতীর খেদমতের উদ্দেশ্যে হতে হবে।

২/চোখকে সব সময় নিচু করে রাখতে হবে,প্রয়োজন ব্যতীত কোনো শিক্ষক/শিক্ষিকার দিকে তাকানো যাবে না।মহিলা/পুরুষ তথা অন্য লিঙ্গের সহশিক্ষার্থীদের সাথে তো কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখা যাবেই না।সর্বদা অন্য লিঙ্গর শিক্ষার্থী থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে।(ফাতাওয়া উসমানী ১/১৬০-১৭১)

উপরোক্ত শর্তগুলি পূর্ণ রুপে মেনে পুরো শরীর,চেহারা,হাতা পা ঢেকে পর্দা করে মেডিকেলে লেখাপড়া করা জায়েজ হবে।

উম্মাহ এর খিদমাহ এর স্বার্থে,পর্দানশীন নারী রোগী দের পর্দা রক্ষার্থে সার্জারিতে দ্বীনদার মহিলা ডাক্তারদের ক্যারিয়ার করা জায়েজই শুধু নয়,বরং এটি

বর্তমান সময়ে অতিব প্রয়োজন।

তবে সর্বক্ষেত্রে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে চলবেন,গায়রে মাহরাম পুরুষদের সাথে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে থেকে বিরত থাকতে হবে।

বৃদ্ধ ও অসচ্ছল পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের দায়ভার মেয়েদের উপরও বর্তায় কি না

আমাদের সমাজে সাধারণত মনে করা হয় যে, পিতামাতার ভরণ-পোষণের দায়ভার এককভাবে শুধু ছেলেদের উপরই বর্তায়। মেয়েদের উপর তা কোনোভাবেই বর্তায় না। এজন্য কখনো কখনো দেখা যায়, ছেলেরা আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কষ্ট করে পিতামাতার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে থাকে। কিন্তু মেয়েরা যথেষ্ট সচ্ছল হওয়ার পরও বাবা-মায়ের ভরণ-পোষণের বিষয়ে কোনো খেয়াল করে না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে পিতামাতা চান যে, তাদের ভরণ-পোষণের পাশাপাশি ছেলেরা যেন তাদের বোনদেরও ভরণ-পোষণ করে। এভাবে বিবাহিত ও অবিবাহিত বোনদের ভরণ-পোষণের দায়ভারও ছেলেদের উপর চাপানো হয়।আসলে এসব কিছু আমাদের দ্বীনের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণেই হয়ে থাকে। কেননা উপরোক্ত ধারণা ও কর্মপন্থা কোনোটিই ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী পিতামাতা দরিদ্র হলে তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা ছেলে-মেয়ে উভয়ের উপরই সমানভাবে জরুরি। সন্তান হিসেবে ছেলে ও মেয়ে যেমন সমান তেমনি দরিদ্র বাবা-মায়ের ভরণ-পোষণে তাদের উভয়ের দায়িত্বও সমান। এক্ষেত্রে পুত্র ও কন্যার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

অতএব বাবা-মায়ের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করা এককভাবে শুধু ছেলেদের উপর জরুরিনয়। মেয়েদের যদি নিজস্ব মালিকানাধীন (স্বামীর নয়) সম্পদ থাকে এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় খরচাদি নির্বাহের পর মাতা-পিতার জন্য খরচ করার সামর্থ্য থাকে তাহলে তারা বিবাহিতা হোক কিংবা অবিবাহিতা- ভাইদের সঙ্গে তাদেরও দরিদ্র পিতা-মাতার খরচ বহন করা জরুরি।

হাদীস শরীফে আছে। রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

إِنّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللهِ لَكُمْ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذّكُورَ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا

‘তোমাদের সন্তান তোমাদের প্রতি আল্লাহর দান। তিনি যাকে চান কন্যা দান করেন আর যাকে চান তাকে দান করেন পুত্র। তারা এবং তাদের সম্পদ দুই-ই তোমাদের, যখন তোমাদের প্রয়োজন পড়ে।’ -মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস: ৩১৭৭

উক্ত হাদীসে রসূলে কারীম ﷺ প্রয়োজনের সময় পিতা-মাতাকে সন্তানের সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার দিয়েছেন। তাই সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে- তার কর্তব্য হলো, যথাসাধ্য পিতা-মাতার খরচ বহন করা।

উল্লেখ্য, মেয়ে যদি বিবাহিতা হয় এবং তার স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করে, অপরদিকে ছেলে যদি বাবা-মা’র বাড়িতে অবস্থান করে এবং তাদের সহায়-সম্পদ (ঘর-বাড়ি, পুকুর, কৃষি জমি ইত্যাদি) এককভাবে ভোগ করে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে বাবা-মায়ের খরচের বড় অংশ ছেলেদেরই দেওয়া উচিত। তবে আগেই বলা হয়েছে, সামর্থ্যবান মেয়েদেরও (যদিও তারা শ্বশুর বাড়িতে থাকে) বাবা-মায়ের দেখাশোনা ও তাদের খরচাদি বহনে যথাসাধ্য অংশ গ্রহণ করা দায়িত্ব।

(-কিতাবুল আছল ১০/৩৪০; আলমাবসূত, সারাখসী ৫/২২২; ফাতাওয়া খানিয়া ১/৪৪৮; আলমুহীতুল বুরহানী ৪/৩৫০; ফাতহুল কাদীর ৪/২২৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৬৪; আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৪৭০; ফাতাওয়া দারুল উলূম যাকারিয়া ৪/৩৮১)

নারী অসচ্ছল হলে তার উপর অন্য কারো ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেই। তার নিজের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে পিতা, স্বামী, সন্তান, নিকটাত্মীয়ের উপর। যে নারীর কেউ নেই তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

কিন্তু কোনো নারী যদি এমন অসহায় হন যে, তার কোনোই অবলম্বন নেই এবং রাষ্ট্রও তার দায়িত্ব নেয়নি। এখন তার উপার্জনের প্রয়োজন। তখন সমাজের মানুষের কর্তব্য তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। এর জন্য ইসলামে যাকাত সাদাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এর মাধ্যমে তার প্রয়োজন পুরা হওয়া সম্ভব।

আর এ সবকিছু থেকে যে নারী বঞ্চিত তার কর্তব্য, নিজের জন্য উপার্জনের নিরাপদ কোনো ব্যবস্থা করা। নিজের বাড়িতে থেকেই জরুরি খোরপোষের জোগাড়ে কোনো

কাজ করা। এমনটি সম্ভব না হলে শরয়ী পর্দার অনুসরণ করে নিরাপদ কোনো চাকরি করা যাবে। কিন্তু এটা হলো, নারীর নিজের প্রয়োজনীয় জীবিকা নির্বাহের জন্য। অন্য কারো জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা তার দায়িত্ব নয়। সুতরাং এজন্য তার বাইরে চাকরির জন্য যাওয়ার সুযোগ নেই। তবে ঘরে থেকে অসচ্ছল পিতামাতার জন্য কিছু করা সম্ভব হলে তা করা উচিত। মাতাপিতাকে লালন পালনের দায়িত্ব ছেলে সন্তানের।যদি মাতপিতাকে লালন পালন করার কেউ না থাকে,অন্যদিকে মেয়ে স্বাবলম্বী থাকে,তাহলে মেয়ে খরছ করবে।মেয়ে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর মাল থেকে খরচ করতে পারবে না।এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতীত চাকুরীও করতে পারবে না।আরো জানুন- 638

নারী চাকরির অপকারিতা

প্রথমেই চলে আসে ফিতরাত নষ্ট হওয়ার ব্যাপারটি। এই পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তুর স্বতন্ত্র জায়গা আছে, প্রতিটি প্রজাতির নিজস্ব অবস্থান আছে। ব্যতিক্রম নয় পুরুষ আর নারীও। পুরুষ এবং নারী শারিরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভিন্নতাও সুন্দর এবং এমনভাবে করা যে, তারা পরস্পরের জন্য উপকারী বলে প্রতীয়মান হয়। তারা এমনভাবে সহাবস্থান করবে যাতে ন্যাচার ভায়োলেট না হয় এবং পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্যের জায়গাটিও ঠিক থাকে।

নারী ও পুরুষ কে কোথায় অবস্থান করবে, এই ব্যাপারে নির্ধারণ করতে পারেন কে? অবশ্যই তাদের স্রষ্টা তাইতো? তাহলে আমরা নারী-পুরুষের অবস্থান কী হবে, তাদের এক্টিভিটি কেমন হবে, এটা জানবো কুরআন এবং হাদীস থেকে। ইসলামে জেনারেল কেইসে নারীদের চাকরি করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

কেন সেটার কিছু নমুনা বলি,

প্রথমত, এটা তার জন্য একটা ফিজিকাল বার্ডেন। একজন নারী মাসে ৬-৭ দিন অসুস্থ থাকে। এইসময় কি তার চাকরি অফ করার সুযোগ আছে? তাকে তো ঠিকই অফিসে

যেতে হবে, সারাদিন কাজ করতে হবে। ঘরে থাকলে সুবিধা কী হতো? এখানে তার শ্বাশুড়ি আছে কিংবা মেয়ে আছে, কিংবা স্বামী আছে। তারা জানে এবং বোঝে। এখানে তার ফুসরতের সুযোগ আছে। অফিসে আছে?

আচ্ছা, প্রেগনেন্সি লিভ কয় মাসের? ৬ মাসের। শুরুর ৪ মাস? প্রেগনেন্সি নিয়েই তো অফিস করতে হয়। মেডিকেল রিসার্চ ঘেঁটে দেখবেন প্রেগনেন্সি নিয়ে অফিস করার স্বাস্থ্যঝুঁকি।

কিছু নারী আছে, যারা সন্তানই নিতে চান না ক্যারিয়ারের চাপে। ফলে দেখা যায়, বয়স বেড়ে গেলে সন্তান নিতেও জটিলতা তৈরি হয়। কেউবা অক্ষম হয়ে পড়ে। হাইলি ফিজিকাল বিভিন্ন পেশা, যেমন- সেনাবাহিনী, খেলাধুলো ইত্যাদিতে প্রফেশনাল নারীদের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব দেখা যায় অনেক বেশি!

এরপর আসে, সন্তানের ঠিকঠাক বেড়ে ওঠার ব্যাপারটি। ক্যারিয়ারিস্টিক নারীরা ছোটো বাচ্চাকে বুয়ার কাছে রেখে চাকরিতে বেরিয়ে পড়তে দেখা যায়। এতে কী হয়? না সন্তান মায়ের যত্ন-আত্তি পায়, না পায় মায়ের শিক্ষা। সে পায় বুয়ার শিক্ষা আর তার অবহেলা। প্রায়ই দেখা যায় ছোটো বাচ্চাদেরকে বুয়ার নির্যাতন করার নিউজ। এই ক্ষতিটা কি ছোটো কোনো ক্ষতি?

একটা নারীবাদী টোন আছে, "নারীর কাজ কি শুধু বাচ্চা উৎপাদন আর লালন-পালন করা নাকি?" আমি এখানে 'শুধু' শব্দটার বিরোধিতা করি। অবশ্যই নারীর কাজ শুধু বাচ্চা উৎপাদন, লালন-পালন করা না। নারী অনেক কাজই চাইলে করতে পারে। কিন্তু, এই কাজটা স্পেশালি নারীকে অর্পণ করা হয়েছে এবং স্বয়ং আল্লাহ-ই অর্পণ করেছেন। বাচ্চা জন্মদানের উপযোগী শরীর তাকে দিয়েছেন আর লালন-পালনের উপযোগী মন। এটা অস্বীকার করা মানে প্রকৃতিকে অস্বীকার করা।

আসলে চাকরি নিয়ে আমার কোনো সমস্যাই নেই। চাকরি করুক, কিন্তু এই ক'টি বিষয় নিশ্চিত করতে পারবে কি?

১. যথাযথ পর্দা।

২. মাহরামসহ সফর।

৩. খুব বেশি প্রয়োজন ব্যতীত নন-মাহরামের সাথে ইন্টারেকশন থেকে বেঁচে চলা।

৪. স্বামীর হক্ক আদায় করা।

৫. সন্তানের হক্ক আদায় করা।

একজন চাকরিজীবী নারীর জন্য এর যেকোনো একটিও পরিপূর্ণ করা আজকের সমাজের প্রেক্ষাপটে অন্তত সম্ভব নয় বলে আমি মনে করি।

যথাযথ পর্দা আপনি কতোক্ষণ করবেন? কোথায় করবেন? কর্পোরেট জবগুলো ক্রমাগত ইসলামোফোবিক হচ্ছে। আপনি নিকাব করলে বলবে, "তাহলে আর চাকরি করার মূল্য কী?" এই বাক্যেরও একটা তাৎপর্য আছে, যদি বোঝেন। অনেক কর্মক্ষেত্র আছে, নিকাবই এলাউড না। পরীক্ষা দেবেন, নিকাব এলাউড না। প্রেজেন্টেশন দেবেন, নিকাব এলাউড না। তাহলে যথাযথ পর্দা ম্যান্টেইন হচ্ছে?

এরপর আসেন মাহরামসহ সফর। এই জায়গায় কী করবেন আপনি? আপনার স্বামীর চাকরি এক জায়গায়, আপনার অন্য জায়গায়। সে আপনাকে রোজ অফিসে পৌঁছে দিতে পারবে না। আপনাকে চলাফেরা করতে হচ্ছে একাকী। এই হায়েনার দেশে আপনার সেফটি কী? আপনার চাকরি আপনাকে রাস্তায় সিকিউরিটি দিচ্ছে? বাসে আপনি মলাস্টেটেড হলে, রাস্তায় আপনি টিজড হলে, কার ক্ষতি? অবশ্যই চাকরি না করা এর সমাধান না বলতে পারেন, কিন্তু যতোদিন সমাধান না আসছে, ক্ষতি মেনে নেবেন?

নন-মাহরামদের সাথে ইন্টারেকশন ঠেকাতে পারবেন? আপনার অফিসের বস থেকে শুরু করে, সহকর্মী, পিয়ন, সবই তো নন-মাহরাম। তাদের সাথে আপনার কাজ করা লাগছে পাশাপাশি বসে। টিম করে প্রেজেন্টেশন দেয়া লাগছে। প্রয়োজনে-স্বল্প প্রয়োজনে কল-মেসেজিং করা লাগছে। ঠেকাতে পারছেন কই?

স্বামীর হক্ক আদায় করা কী সত্যিই সম্ভব? সারাদিনের অফিসের ক্লান্তির পর আপনার কি রেস্টের প্রয়োজন নেই? অবশ্যই আপনি বাসার স্ট্রেসের সাথে অফিস+জার্নির

স্ট্রেসকে মেলাবেন না দয়া করে। দুটো যে কতটা ভিন্ন তা আপনি জানেন। আপনার ইচ্ছে হবে না মোটেও এতো স্ট্রেসের পর স্বামীর সাথে একটু ভালো করে কথা বলতে। অফিসে যদি প্যারা থাকে আর মেজাজ বিগড়ে থাকে, তাহলে তো আরো না।

আর সন্তান? সে তো বড়ো হচ্ছে বুয়ার কাছেই..

এই জাহিলি সমাজে সবচেয়ে বেশি করণীয় আছে পুরুষদের। আপনারা শপথ নেন যে, আপনারা পুরুষ হবেন। আল্লাহ আপনার স্ত্রীর ভরণপোষণ আপনার ওপর বাধ্যতামূলক করেছেন, সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। আপনি এইটা তার ওপর দয়া করছেন না, এটা তার অধিকার, এই মানসিকতা লালন করেন। আপনার স্ত্রীর মতামতের গুরুত্ব দেন। স্ত্রীকে যাচ্ছেতাইভাবে ট্রিট করবেন না। একটু গাইরতওয়ালা পুরুষ হন, এমন কোনো কাজ করবেন না যাতে আপনার স্ত্রী-কন্যাকে এমন পরিস্থিতিতে পড়া লাগে যেটা ইসলাম এলাউ করে না। আপনার স্ত্রী-কন্যাকে ইসলামী শিক্ষা দিন, আল্লাহকে চেনান, রাসূলকে (স) চেনান। নারীকে নারী হিসেবে চেনান, তার ফিতরাতকে চেনান। তার যথাযথ মর্যাদা নিশ্চিত করুন, নয়তো আপনি নিজেই তাদেরকে জাহিলিয়াতের দিকে ঠেলে দিলেন, এটা মাথায় রাখুন।

বোনেদের প্রতি আহবান, সচেতন হোন। নারী হিসেবে নিজেকে চিনুন। নিজের নারীত্বকে ভালোবাসুন, সম্মান করুন। নিজের মর্যাদাকে চিনুন, নিজের মর্যাদা রক্ষা করুন। ফেমিনিস্টদের চক্করে পড়ে জীবনকে দুর্বিষহ বানাবেন না। দুনিয়ায় আপনি কোনো কম্পিটিশনে আসেননি। পুরুষ আপনার কম্পিটিটর নয়, আপনার সহযোগী। প্রাকৃতিক অবস্থানকে অস্বীকার করে অসুস্থ পৃথিবী তৈরি করবেন না।

ইসলামিক পারিবারিক ব্যবস্থায় ধ্বস

পৃথিবীর সকল প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা এবং সকল ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা এ বিষয়ে একমত যে, মানবসমাজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে কোন মূল্যে পারিবারিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা অপরিহার্য। সেই সঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক সকল সমাজবিজ্ঞানী এটাও

স্বীকার করেন যে, নারীই হলো পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। পরিবারব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার অর্থই হলো সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া, আর সমাজব্যবস্থা যখন ভেঙ্গে পড়ে তখন সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে, আধুনিক সভ্যতার ক্ষেত্রেও তা হতে বাধ্য।

নারীর বাইরে আসা এবং কর্মজীবী হওয়ার কারণে ইউরোপ আমেরিকায় আজ পারিবারিক ব্যবস্থা চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। একে তো পাশ্চাত্যের পুরুষ বিবাহবিমুখ হয়ে পড়েছে। তদুপরি কোন দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হচ্ছে না। একজন সমাজবিজ্ঞানী দুঃখ করে বলেছেন, 'এমন স্বামী বা স্ত্রী এখন আপনি কমই দেখতে পাবেন, যে বলবে, এটা তার তৃতীয় বা চতুর্থ বিবাহ নয়। খুব কম সন্তানই এখন আপন মা, কিংবা আপন বাবাকে কাছে পায়। কুমারি মাতার সংখ্যা দিন দিন শুধু বেড়েই চলেছে না, বরং আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে।'

এর প্রধান কারণ হলো, স্ত্রী অর্থ উপার্জন করে সংসারে অর্থের যোগান দিচ্ছে, কিন্তু স্বামীকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছে না। ফলে পুরুষ ঘরের বাইরের জীবনের প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে নারীও শেষ পর্যন্ত একই পথে পা বাড়ায়। ফলে পারস্পরিক অবিশ্বাস এমন চরম আকার ধারণ করে যে, বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। এ ক্ষেত্রে তাদের অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েরা হয় সবচে' ক্ষতিগ্রস্ত। তারা ব্যাপকহারে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন সহিংস অপরাধে জড়িয়ে পড়ে, যার প্রধান কারণ পারিবারিক তত্ত্বাবধানের অনুপস্থিতি। পরিস্থিতির ভয়াবহতা দেখে খোদ পাশ্চাত্যের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তারা সমাজ ও সভ্যতার পতন ঘনিয়ে আসছে বলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে শুরু করেছেন। তারা প্রায় সবাই একমত যে, নারীর বহির্মুখী কর্মজীবনই পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার একমাত্র কারণ। পাশ্চাত্যের পূজনীয় দার্শনিক রাসেলও এ কথা বলেছেন।

প্রখ্যাত তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ জন সিমন বলেন, 'নারী হয়ত কিছু অর্থ উপার্জন করছে, কিন্তু এর ফলে পরিবার ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।'

আগস্ট কাউন্ট তার ‘রাজনৈতিক ব্যবস্থা’ গ্রন্থে বলেন, ‘সঠিক অর্থে মানব-উন্নয়ন করতে হলে নারী-জীবন যথাসম্ভব পরিবারকেন্দ্রিক ও ঘরোয়া হতে হবে এবং বাইরের কাজ থেকে তাকে মুক্ত রাখতে হবে, যাতে সে তার প্রধান দায়িত্ব পালন করতে পারে।’

তিনি আরো বলেন, ‘এজন্য স্ত্রীর খাদ্যের ব্যবস্থা করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক।’

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট গর্ভাচোভ তার সুবিখ্যাত ‘প্রেস্ত্রয়কা’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘মেয়েদের আমরা বাইরের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে এসেছি। তাতে উৎপাদন হয়ত কিছু বেড়েছে, কিন্তু এত বড় বিপর্যয় নেমে এসেছে যা রোধ করার কোন উপায় নেই। আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন চিন্তা করে উপায় বের করতে হবে, কীভাবে নারীকে ঘরে আনা যায়।’

সবকিছু হারিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার চিন্তানায়কগণ পরিবার সম্পর্কে আজ যা ভাবছেন, ইসলাম চৌদ্দশ বছর আগেই তা বলে দিয়েছে এবং এরই উপর গড়ে উঠেছে ইসলামের পারিবারিক ব্যবস্থা। কোরআন বলেছে-হে নারীসমাজ, তোমরা তোমাদের ঘরে স্থির থাকো।

ইসলামী বিশ্বে এত অন্যায়-অনাচার, এত অবক্ষয়-অধপতন এবং ‘দুশমনানে ইসলামের’ এত ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের পরো এখন পর্যন্ত যে পারিবারিক ব্যবস্থা কিছু না কিছু টিকে আছে তার মূল কারণ কিন্তু এটাই যে, মুসলিম উম্মাহর সিংহভাগ নারী এখনো ঘরে আছে এবং পরিবার ও সন্তান-সন্ততির দেখভাল করছে, যদিও অধিকাংশেরই সে শিক্ষা নেই।

পৃথিবীতে কোন প্রতিষ্ঠান একজন পরিচালক ও ব্যবস্থাপক ছাড়া টিকে থাকতে পারে না, একই ভাবে টিকে থাকতে পারে না দু’জন পরিচালকের উপস্থিতিতে। সুতরাং পৃথিবীর সবচে’ গুরুত্বপূর্ণ ও সবচে’ মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান পরিবার যেন সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় এবং উদ্দেশ্য অর্জনে সফল হয়, পরিবারের জন্য পরিচালক দরকার এবং একজন পরিচালক দরকার। তো ইসলাম তাকেই পরিবার-পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে যার কাঁধে পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এটাই একমাত্র

যুক্তিপূর্ণ ব্যবস্থা। এর বাইরে যা কিছু করা হবে তা শুধু বিপর্যয়ই ডেকে আনবে।ইসলামে নারীর জীবিকা হয় পিতার উপর, না হয় স্বামীর উপর, (কিংবা সন্তানের উপর।) তার নিজের উপর নয়।ইসলাম নারীকে উপার্জনের কষ্ট থেকে অব্যাহতি দিয়েছে, সে গৃহকর্ত্রীরূপে তার দায়িত্ব পালন করতে পারে।

গৃহবিমুখ নারী : পরিপ্রেক্ষিত সামাজিক অবক্ষয়

নারী যখন গৃহকর্মকে উপেক্ষা করে বহির্জাগতিক কাজে মনোযোগী হবে তখন তার অশুভ প্রভাব পরিবারের গণ্ডি ছাপিয়ে ধীরে ধীরে সমাজের উপর গিয়ে পতিত হবে। পারিবারিক ব্যবস্থা হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির সূতিকাগার। সমাজের পারিবারিক অবকাঠামো যদি বিধ্বস্ত হয় তাহলে সে দেশের মাটি স্বর্ণ প্রসব করলে বা কলকারখানা-মিলফ্যাক্টরী মনি-মুক্তা উৎপাদন করলেও মানুষ সুখ শান্তির নাগাল পাবে না। শান্তি নামক সোনার হরিণ অধরাই থেকে যাবে আজীবন। ইউরোপ আমেরিকায় পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে সেখানকার সমাজ জীবনে অশান্তি ও অস্থিতিশীলতার চরম অবস্থা বিরাজ করছে। মানুষ অশান্তির অনলে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। অথচ তারা পশ্চাদপদ এমনকি উন্নয়নশীল দেশের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঈর্ষণীয় স্থান দখল করে আছে। কিন্তু সম্পদের প্রাচুর্য ও বস্তুগত উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ এক অজানা অস্থিরতায় ভুগছে। এই অস্থিরতা লাঘবে কেউ মাদকাসক্ত হচ্ছে, আর কেউ ঘুমের ট্যাবলেট গিলে শান্তি অন্বেষণ করছে। অবশেষে এগুলোও যখন অস্থিরতা লাঘবে ও প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয় তখন সর্বশেষ হাতিয়ার হিসেবে আত্মহত্যাকে বেছে নেয়া হয়। আর এ জন্যই সেখানে আত্মহত্যার হার দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভ বলেন,

আমরা আমাদের কঠিন বাস্তবতা সম্পন্ন দুঃসাহসিক ইতিহাসের অতীত বছরগুলোতে নারীদের যেসব অধিকার ও প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ আরোপ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি তা হলো মা ও গৃহিণী হিসেবে, তেমনি সন্তানদের আদব-শিষ্টাচার প্রশিক্ষণ ও

প্রতিপালনের ক্ষেত্রে নারীদের করণীয় বিষয়। নারীদের করণীয় এ সুফল থেকে সমাজ চরম ভাবে বঞ্চিত হয়েছে। নারীরা যেহেতু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছে, ভবন নির্মাণের তদারকি, বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে, এ ছাড়া অন্যান্য শ্রমনির্ভর কাজে ব্যস্ত থাকছে তাই তারা এতটুকু সময়ই বের করতে পারছে না, যার দ্বারা পারিবারিক দৈনন্দিন কাজ সামলাবে এবং সন্তান পালন ও পারিবারিক উন্নত পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখবে। এখন আমাদের নিকট এ তত্ত্ব বড় পরিষ্কারভাবে উন্মোচিত হয়েছে, আমাদের বহু সমস্যা যা শিশু ও তরুণদের জীবন পদ্ধতি কেন্দ্রিক; নীতি-নৈতিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উৎপাদন সংক্রান্ত। এগুলো এ কারণেই দেখা দিয়েছে যে, আমাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে গেছে। পারিবারিক কর্ম ব্যস্ততা পালনে সবাই দায়দায়িত্বহীন ও উদাসীন হয়ে গেছে। আমরা নারীদের প্রত্যেক বিষয়ে পুরুষের সমকক্ষ দাঁড় করার যে রাজনৈতিক যথার্থ ও নিষ্ঠাপূর্ণ চেষ্টা করেছি এটা সে চেষ্টার বিপরীতমুখী ফলাফল।

এ জন্যেই এখন আমরা সমাজ পূর্ণগঠনে এ ত্রুটি সামলানোর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছি। আর এ কারণেই মিডিয়া, জনসংগঠন, বিভিন্ন কর্মস্থল এমনকি নিজ নিজ বাড়িতে এমন জোরালো আলোচনা পর্যালোচনা চালানো হচ্ছে যে নারীদের নিরেট নারীত্বের মিশনের প্রতি কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় এবং তার জন্য আমাদের কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। (চবৎংঃৎড়রপধ; পৃষ্ঠা ১১৭, মুদ্রণ ১৯৮৭)

এটি হল, এমন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি, যার সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক জীবন বা নারী-পুরুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে কোন ধরনের ধর্মীয় মূল্যবোধের দখল নেই। সে সমাজে ধর্মীয় মূল্যবোধের ধারণাই নেই। অতএব পারিবারিক ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হওয়ার উপর তার আক্ষেপ কোন প্রত্যাদেশগত নির্দেশনার প্রতিফলন নয়; বরং নিরেট বস্তুবাদী জীবন দর্শন সচক্ষে প্রত্যক্ষকরণ ও সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতিক্রিয়া।

এ তো হলো, নারীর গৃহবিমুখ বা কর্মস্থলমুখিতার অশুভ পরিণতি একটি দিক। অন্যদিকে নারীরা আপন কর্মস্থলে গিয়ে কি পরিমাণ লাঞ্ছনা ও যৌন হয়রানীর শিকার

হচ্ছে তার পরিসংখ্যান দিতে গেলে বড় সড় একখানা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত হয়ে যাবে। বস্তুত বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় নারী বিবেচিত শুধু ভোগের বস্তু হিসেবে। এ বিষয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝে কোন প্রভেদ ও মতভেদ নেই। আধুনিক সমাজের গর্বিত সদস্যগণ মুখে মুখে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কথা বললেও বাস্তব ক্ষেত্রে তারা উপরোক্ত বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকেন।

যখন থেকে আমাদের সমাজে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্লাবন আছড়ে পড়েছে। বিশেষ করে টি, ভি, ভিডিও ইংলিশ ফিল্মের ছড়াছড়ি শুরু হয়েছে, বিধর্মীদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আমাদের গ্রাস করে নিয়েছে, তখন থেকে আমাদের কেউ অচৈতন্যে আর কেউ সচেতনভাবেই সেই পশ্চিমা বিশ্বের সামাজিক অবক্ষয়ের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছি।

আলহামদুলিল্লাহ, এখনো আমাদের সমাজে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েনি। কিন্তু যে গতিতে পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসন আমাদের মাঝে বিস্তার করছে, আমাদের গ্রামে-গ্রামে, বাড়ি-বাড়ি তাদের নোংরা জীবন পদ্ধতি মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে তা ভাবনাহীন চিত্তে নারীদের ঘর থেকে বের করে দিচ্ছে। তাদের পুরুষের কাধেঁ কাঁধ মিলিয়ে সর্বক্ষেত্রে উৎপাদনের উপকরণ বানানোর আত্মঘাতি অপচেষ্টা চলছে। পরিবার ও পারিবারিক জীবন থেকে যেভাবে দ্রুতগতিতে ইসলামী শিক্ষা বিদায় নিচ্ছে, তা আমাদের ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার জন্য মারাত্মক অশনি সংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন থেকেই এর প্রতিবিধানে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। নতুবা পারিবারিক জীবনের সব সুখ-শান্তি, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা ধূলোয় মিশে যাবে।

পরিশেষ

পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে নারীর মান সম্মান বলতে কিছু ছিল না। প্রাচীন পণ্ডিত এবং দার্শনিকরা দীর্ঘদিন যাবত বিতর্ক করে নিজেদের সময় ব্যয় করেছেন যে, নারীদের মাঝে কি রুহ বা আত্মা বলে কিছু আছে? আর যদি থেকেই থাকে-তাহলে তা কি মানুষের না কোন পশুর? আর যদি মানুষের আত্মা হয়ে থাকে তাহলে পুরুষের বিপরীতে

তার সামাজিক অবস্থান কোথায়? নারীরা কি জন্মগতভাবে পুরুষের দাস? ইত্যাদি। গ্রীক এবং রোমান সমাজেও নারী ছিল নিগৃহীত, নির্যাতিত, শোষিত।

ইসলামী আইনে আদর্শিক, চারিত্রিক সংস্কারের ফলে নারীজাতি সামাজিক যে মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেছে, এর দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কোন সমাজ ব্যবস্থা, মতবাদ ও ধর্ম উপস্থাপন করতে পারেনি। ইসলামী আইনে নারীজাতি সত্তাগতভাবে জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও উৎকর্ষতার ঐ শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম যেখানে পুরুষ আরোহণ করতে পারে। এ মর্যাদা বা সম্মান প্রাপ্তিতে নারীত্ব কোনো বাধা বা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না।

আজ বিশ্বব্যাপী নারী স্বাধীনতা ও নারী প্রগতির নামে নারীর নারীত্বকে বিনষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। অপরিণামদর্শী কিছু মানুষ নারীকে ভোগের উপকরণ ও ব্যবসায়ী পণ্য রূপে উপস্থাপন করছে। গৃহকর্ত্রী, স্বামীর জীবন সঙ্গিনী, সন্তানের জননী হিসেবে বর্তমান সমাজে নারীর কোনই মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না। একমাত্র ইসলামই সার্বিকভাবে নারীকে তার স্বভাবজাত অবস্থানে রেখে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষকে স্ব স্ব অবস্থানে রেখেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করা হয়। এজন্য তাদের আলাদা আলাদা কর্মস্থলের ব্যবস্থা করেছে ইসলাম। ইসলামে নারী পুরুষ উভয়ই মানুষ হিসেবে সমান মর্যাদার অধিকারী। পুরুষত্বের কারণে সম্মান লাভ করবে, নারীত্বের কারণে লাঞ্ছনা ভোগ করবে এরূপ আচরণ ইসলামে পরিত্যাজ্য।

আমাদের কর্তব্য হল নারীকে তার পূর্ণ অধিকার প্রদান করা। তার উপর যুলুম-নির্যাতন, অন্যায়-অবিচার করা হতে সম্পূর্ণ রূপে বিরত থাকা। ইসলামী আইনের নারী অধিকারগুলো যদি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায় তবে নারীর উপর যাবতীয় অনাচারের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তখন কর্মসংস্থানের আবেদনও ফুরিয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামী বিধান মতো জীবন পরিচালনা করার তাউফীক দান করুন।

তথ্যসূত্র

১. কুরআনুল কারীম,

২. সহীহ বুখারী,

৩. সুনানে আবু দাউদ,

৪. সহীহ মুসলিম,

৫. সুনানে তিরমিযী,

৬. মুসনাদে আহমাদ,

৭. তাফসীরে মা‘আরিফুল কুরআন,

৮. আলমউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আলকুওয়াইতিয়্যাহ,

৯. আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল,

১০. Persstroica,

১১. দৈনিক আমাদের সময়,

১২. দৈনিক আমার দেশ।

১৩. https://ifatwa.info/84714/

১৪. https://www.alkawsar.com/bn/article/434/

১৫. বই : আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে মুসলিম নারীসমাজ

লেখক : হাসসান বিন সাবিত, প্রকাশনী : সিজদাহ পাবলিকেশন

১৬. https://www.ifatwa.info/632

১৭.https://ahlehaqmedia.com/%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0

১৮. https://www.ifatwa.info/3247

১৯.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gYTMwPsSY9jmaN8DdYn4Uf26aC3pYeTKAwmNH5No6QjndzFxNFMknGW3QsbuPLcEl&id=100013781626988&mibextid=Nif5oz

২০. দ্বীন প্রচারে নারীর ভূমিকা: আব্দুল কাদের রুহানী

২১. https://ifatwa.info/5112/

২২.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid033khwoDKWnQkE9TAKCBNVuiLadUbh7aTAtWFFr3VE4ccPe5o9hFgG58NtBuMLLQ6Hl&id=100013781626988&mibextid=Nif5oz

২৩. https://ifatwa.info/46892/

২৪. নারীর চাকরি: যা বোঝা জরুরী | – আসিফ মাহমুদ

২৫. https://ifatwa.info/3503/

২৬.https://www.facebook.com/groups/hanafifiqhbd/permalink/1143575579804091

২৭. https://ahlehaqmedia.com/7878-2/

২৮. https://ifatwa.info/59460/?show=59485#a59485

২৯. https://ifatwa.info/81324/

৩০.(-কিতাবুল আছল ১০/৩৪০; আলমাবসূত, সারাখসী ৫/২২২; ফাতাওয়া খানিয়া ১/৪৪৮; আলমুহীতুল বুরহানী ৪/৩৫০; ফাতহুল কাদীর ৪/২২৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৫৬৪; আহসানুল ফাতাওয়া ৫/৪৭০; ফাতাওয়া দারুল উলূম যাকারিয়া ৪/৩৮১)

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/110765454/